Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের আলোকে দাম্পত্য জীবন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা আক্তার

রোলঃ 228020912

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের আলোকে দাম্পত্য জীবন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা আক্তার

রোলঃ 228020912

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামের আলোকে দাম্পত্য জীবন " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারজানা আক্তার, আইডিঃ 228020912 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামের আলোকে দাম্পত্য জীবন " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

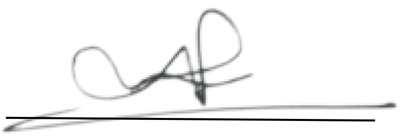

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

(স্বাক্ষর)

ফারজানা আক্তার

আইডিঃ 228020912

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

বিয়ের সঠিক সময়ঃ 5

বিবাহের শর্তাবলী: 10

একাকি জীবনের অবসানঃ 11

নিকাহ পরিচিতি: 12

গায়ে হলুদঃ 14

বিবাহের দিন: 15

বিবাহের রুকুন: 19

বিবাহ পড়ানোর সুন্নাত পদ্ধতি 20

বর ও কনেকে সংবর্ধনা দান: 22

বিয়ের অনুষ্ঠানে দফ বাজানোর আয়োজন করা: 23

কনের বিদায়ক্ষণ: 24

পিতার উপদেশ: 24

এক কন্যাকে তার মাতার উপদেশ নিম্নরূপ: 24

বরের জন্য কিছু উপদেশ: 26

বধুবরণ: 27

মধু-মিলনঃ 28

নিকাহের ওয়ালিমা: 34

বিবাহের উপকারিতা: 37

যৌন মিলনের আর্দশ সময়: 41

স্ত্রী সহবাস করলে গোসল ফরজ: 42

'ফরজ গোসল'-এর মুস্তাহাবসমূহ হলো: 43

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাম্পত্য জীবন:..58

দাম্পত্য জীবনে সুখ লাভের উপায়..59

উপসংহার 60

ভূমিকা

ইন্নাল হামদালিল্লাহি রব্বিল আলামিন,
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আল্লাহ তাআলার কাছে কোটি কোটি শুকরিয়া। তিনি মুসলমানকে ইসলামের মতো পূর্ণাঙ্গ দ্বীন দান করেছেন। নামাজ , রোযা, হজ্ব, যাকাত আদায় করার পথ ও পন্থা যেমন বলে দিয়েছেন তেমনি লেনদেন, আচার-আচরণ, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন কেমন হবে তাও জানিয়ে দিয়েছেন। বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবন ও পারিবারিক জীবনের সূচনা হয়।
'বিবাহ' মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পবিত্র একটি সর্ম্পক। আর এ দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে পরিবার এবং পর্যায়ক্রমে গড়ে সমাজ, রাষ্ট্র। বিবাহ এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ ব্যাপারে ইসলাম যথাযথ গুরুত্ব ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক রাসূল (সা.) এর জীবনদর্শনে সমাজে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় মানব জাতিকে মর্যাদা প্রদান করেছেন। বিবাহ করার মাধ্যমটা প্রত্যেক নবী -রাসূলগণের মধ্যে বহমান ছিল,আমাদের সেই আদি পিতা আদম মা হাওয়া (রা.) যার সূচনা করেছিল। বস্তুত বিবাহ ইসলামের এমন একটা বিধান, যা মানুষের দেহ-মন -আত্মার সুস্থতা, সুখ,শান্তি বজায় রাখে। দাম্পত্য জীবনের প্রকৃত সফলতা পারিবারিক জীবনের সফলতার মূল চাবিকাঠি।

বিয়ের সঠিক সময়ঃ

বিয়ে হলো একটি সামাজিক বন্ধন। দুজন মানুষের মধ্যকার ভালোবাসার সম্পর্কই বিয়ের মাধ্যমে পরিণতি পায়। যার মাধ্যমে দুজন মানুষের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তবে এই বিয়ের বয়স নিয়ে রয়েছে নানান মতপার্থক্য। কেউ বলেন, বিয়ের বয়স হয়ে গেল। এরপর দেরি হয়ে যাবে। কেউ আবার বলেন, বিয়ের কোনো বয়স হয় না। এ তর্ক যেন থামেই না। কেউ বিয়ে করেন ২৫ বছর বয়সে, কেউ আবার বয়স ৩০ পেরিয়ে গেলেও অপেক্ষা করেন মনের মতো সঙ্গীর জন্য। কিন্তু অপেক্ষা করলেই যেন বিপদ। বয়স যত বাড়তে থাকে, সমাজের মাথাব্যথাও বাড়ে। নারীদের নিয়ে সমাজের মাথাব্যথাটা বোধ হয় একটু হলেও বেশি। আবার এই বিয়েই জীবনটা করে দিতে পারে এলোমেলো।
ভুল মানুষকে নির্বাচন করে আফসোস করতে হতে পারে সারা জীবন। নির্বাচন করতে হবে সঠিক মানুষকে। পাশাপাশি বিয়ে হতে হবে সঠিক সময়। তাহলে কোন বয়সে বিয়ে করা

উচিত? জীবনের কোন পর্যায়ে থাকলে বিয়ে করার সময়টাকে সবচেয়ে উপযুক্ত মনে হয়? বিয়ের সেরা সময় কোনটা?

বিশেষজ্ঞরা গবেষণা করে বলছেন বিয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ সময় ২৮ থেকে ৩০ বছর। এই বয়সটাতেই কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সারা জীবন কাটানোর পক্ষে সঠিক যুক্তি খুঁজে পায় মানুষ। এই বয়সেই পরিণত বোধ আসে। তারুণ্যের অস্থিরতা কাটতে থাকে।

সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। জীবনের এ পর্যায়ে এসে বুঝতে পারে, আসলেই এ মানুষটা তার যোগ্য কি না। কর্ম জীবনেও এই বয়সে এসে স্থিতি আসে মানুষের জীবনে। তাই ২৮ থেকে ৩২ বছর বয়সের মধ্যেই বিয়েটা করা ভালো। সন্তান নেওয়া ও তাকে একটা পর্যায় পর্যন্ত অভিভাবকের ছায়া দেওয়ার জন্যও ভালো সময় পাওয়া যায়।

গবেষণা বলছে, ৩২ বছরের পরে যারা বিয়ে করেন তারা আর্থিক ভাবেও যেমন স্বচ্ছল হন তেমনই সাংসারিক জীবনেও সুখী হন। এমন দাম্পত্যে ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ, হতাশা ইত্যাদি কম ঘটে। এমনকি ২৫-৩২ বছরের মধ্যে যারা বিয়ে করেন তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনাও কম ঘটে।

মনোবিজ্ঞানী মরগান পেকও দেরিতে বিয়ের পক্ষে। তিনি বলেন, 'একজন ব্যক্তি পরিপক্ক অবস্থায় বিয়ে করলে সঠিক ভাবে পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। এমনকি সঙ্গীকে সময় দেওয়া থেকে শুরু করে দাম্পত্য বোঝাপড়াও ভালো থাকে।'

বিয়ের বেশ কিছু উপকারিতাও আছে। এ বিষয়ে ভারতের মাইন্ডট্রাইব.ইন এর প্রতিষ্ঠাতা ও ক্লিনিক্যাল সাইকোলোজিস্ট ডক্টর প্রেরণা কোহলি জানান, বিয়ে নারীদেরকে মানসিকভাবে স্থিতিশীল করে ও পুরুষদের বিবেকবোধ বাড়ায়।

বেশি বয়সে বিয়ে করেন সিলেটের ছেলে-মেয়েরা, কম বয়সে রাজশাহী।যদিও এটা পুরোপুরি সত্য নয়।

তবে জীবনে অতীতে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার বেদনা থাকতে পারে। অনেকে প্রতারণার ঘটনায় বিয়েতে বিতৃষ্ণায় ভুগতে পারেন। যদি এ ধরনের ঘটনা জীবনে থাকে, তবে বাস্তববাদী ও স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করতে হবে। সমাজের চোখরাঙানিতে নয়, নিজের ভালোমন্দ বুঝেই বিয়ের মতো বড় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাড়াহুড়ো করে পারিপার্শ্বিক চাপে পড়ে নয়, নিজের বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে বিয়ে করার কথা ভাবুন।

বিয়ের বিষয়ে যেসব জিনিস লক্ষ্য রাখতে বলেছেন নবীজি(স.)

ছেলেমেয়ে উভয়ে যখন প্রাপ্তবয়সে উপনীত হয় তখন পিতামাতা সন্তানদের বিয়ের চিন্তা করেন। এক্ষেত্রে বর্তমানে পাত্রপাত্রীর যোগ্যতা নির্ণয় করা হয় পুরুষের উপার্জন আর নারীর সৌন্দর্যের ওপর। কিন্তু শুধু এতটুকুর ওপর ভিত্তি করা আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

ইসলাম বলছে- চারটি ক্ষেত্রে স্বামী উপরে থাকতে হবে। না হয় স্ত্রীর অবজ্ঞার পাত্র হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। সেগুলো হলো- বয়স, উচ্চতা সম্পদ ও বংশমর্যাদা।

আর চার ক্ষেত্রে স্ত্রী উপরে থাকতে হবে- সৌন্দর্য শিষ্টাচার, বিনয়, তাকওয়া-পরহেযগারি ও স্বভাব-চরিত্র।

সাধারণত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে নারীদের বিয়ে করা হয়। প্রথমত সম্পদের কারণে। কোন নারী সম্পদশালী হলে তার জন্য সবাই বিয়ের বার্তা পাঠায়, যাতে তার সম্পদ দিয়ে নিজেও ধনী হতে পারে।

দ্বিতীয়তো নারীর বংশমর্যাদার কারণে বিয়ে করা হয়। তৃতীয়তো নারীর রূপ সৌন্দর্য। চতুর্থ তার ধর্মপরায়ণতা ও খোদাভীতি দেখে বিয়ে করা হয়।

জীবনের চাওয়া যদি সৌন্দর্যের ওপর নির্ভর করা হয় তাহলে এর থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় না। যদি মূলভিত্তিই দুর্বল হয় তবে জীবন কীভাবে উন্নত হবে। যদি শুধু রূপই দেখেন তাইলে বাহ্যিক এ সৌন্দর্য কদিন থাকে? এটা মাত্র কয়েক বছরের জন্য। যৌবন রুপ সব সময় থাকে না। যার ভিত্তিই দুর্বলের উপর স্থাপিত ঘরও দুর্বল হবে।

ভালোচরিত্র এবং ভদ্রতা এমন এক জিনিস যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। তাই এ ভিত্তির ওপর যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হবে সে ঘর দীর্ঘস্থায়ী ও মজবুত হবে। এজন্য ধর্মপরায়ণতা ও সৎচরিত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে স্ত্রী নির্বাচন করতে হবে।

কারণ রূপবতী স্ত্রীকে স্বামী যখন দেখে তখন তার চোখ শীতল ও আকর্ষিত হয়, আর গুণবতী স্ত্রীকে স্বামী যখন দেখে তখন তার মন শীতল হয়। তাই চোখকে সাময়িক শীতল করার চেয়ে নিজের মনকে শান্ত ও শীতল করাই সবচেয়ে উত্তম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

«الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة».

দুনিয়ার পূর্ণটাই সম্পদ [স্বরূপ] তবে দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ হল: সতী স্ত্রী”।[সহীহ আল-জামে আস-সাগীর, আহমদ, হাদিস: ৬৫৬৭ নাসায়ী, হাদিস: ৩২৩২]

আল্লাহ তাআলা যাকে সতী স্ত্রী দিয়েছেন বুঝতে হবে আল্লাহ তায়ালা তাকে সবচেয়ে বড় সম্পদ দান করেছেন।

قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رضى الله عنه ـ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

’আলক্বামাহ ইবনু ওয়াক্কাস আল-লায়সী (রহ.) হতে বর্ণিত। আমি ’উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছিঃ আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ কাজ (এর প্রাপ্য হবে) নিয়্যাত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়্যাত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশে- তবে তার হিজরত সে উদ্দেশেই হবে, যে জন্যে, সে হিজরত করেছে।] (৫৪, ২৫২৯, ৩৮৯৮, ৫০৭০, ৬৬৮৯, ৬৯৫৩; মুসলিম ২৩/৪৫ হাঃ ১৯০৭, আহমাদ ১৬৮)

আর যখন গুণ ও বংশমর্যাদা দেখে বিয়ে করা হয় তখন উদ্দেশ্য থাকে আমি পবিত্রতার সঙ্গে জীবন কাটাতে চাই। যখন উদ্দেশ্য এই থাকে তখন সঠিক নিয়তের কারণে ঘর আবাদ হয়ে যায়।

হাদিসে আছে,

আল্লাহভীতির পর মানুষ যে জিনিস থেকে সবচেয়ে বেশি লাভমান হয় তা হচ্ছে পুণ্যবান স্ত্রী। তাকে যদি কোন কাজের নির্দেশ দেয়া হয় তবে সে তা পালন করে। যখন তার দিকে চোখ তুলে তাকানো হয় তখন মন শান্ত ও খুশি হয়ে যায়। যদি স্বামী কখনো এমন কসম খায় যা তার স্ত্রীর পূরণ করার মতো তবে স্ত্রী তা পূরণ করে। আর যদি কখনো সে তার স্ত্রী থেকে দূরে কোথাও যায় তবে স্ত্রী তার মাল সামানা জিনিসপত্র ও নিজের ইজ্জত হেফাজত করে। (ইবনে মাজাহ)

এ হাদিসে পূণ্যবান স্ত্রী গুণ বলা হয়েছে।

একবার রাসুলে করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে আলোচনা হচ্ছিল দুনিয়ার নারীদের মধ্যে সেরা নারী কে? অনেকজন অনেক রকম করে সেরা নারীদের গুণ বলছিল। এভাবে আলোচনা চলতে থাকল।

হযরত আলী (রা.) কোনো কাজে ঘরে গেলেন। তিনি হযরত ফাতেমাকে (রা.) বললেন- রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে এ বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে- দুনিয়ার সেরা নারী কে? এ নিয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

হযরত ফাতেমা (রা.) বললেন- আমি কি বলব দুনিয়ার সেরা নারী কে? হজরত আলী (রা.) বললেন অবশ্যই বলো। ফাতেমা (রা.) বললেন-

সেরা নারীর গুণ হলো- সে নিজেও বেগানা কোনো পুরুষের দিকে তাকায় না আর কোনো বেগানা পুরুষও তার দিকে চোখ তুলে তাকায় না।

হযরত আলী (রা.) মজলিসে ফিরে এলেন এবং রাসূলকে (সা.) বললেন, আল্লাহর রাসূল আমার স্ত্রী ফাতেমা সেরা নারীর গুণ এই বলেছেন যে, কোনো বেগানা পুরুষের দিকে তাকিয়ে দেখে না আর কোনো বেগানা পুরুষও তার দিকে ফিরে তাকায় না।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- হ্যাঁ ফাতেমা ঠিকই বলেছে এটিই সেরা নারীর গুণ। আর নারীদের মধ্যে লজ্জার আভাস থাকা, এটা মৌলিক বিষয় যে নারীর চেহারায় লজ্জার ঝলক থাকে তার মনও লজ্জাশীলতায় ভরপুর থাকে, নারীদের মধ্যে লজ্জা থাকা অন্য রকম একটা গুণ বলে বিবেচিত হয়।

নারীদের মাঝে তিনটি গুণ অবশ্যই থাকা প্রয়োজন- প্রথম গুণ হচ্ছে নারীদের মধ্যে ভাষার মিষ্টতা থাকা। তথা যা কিছু বলেন তা কানে মিষ্টি মধুর মতো মনে হয়। এমন নয় যে সবসময় স্বামীকে বকাঝকা করতে থাকে, বাচ্চাদের নিয়ে চিল্লাচিল্লি গালিগালাজ করতে থাকে।

দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে- তার মনে কল্যাণ কামনা থাকা। তথা তার মন মানসিকতা ভালো হয়। তৃতীয় গুণ হচ্ছে- তার হাত সবসময় কাজে লেগে থাকা। এসব গুণ যে নারীর মাঝে পাওয়া যাবে সে নিশ্চিত আদর্শ ও গুণবতী স্ত্রী হিসাবে জীবন কাটাতে পারবে।
আল্লাহতাআলা আমাদের সঠিক জীবনসঙ্গী নির্ণয় করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

একজন ইংরেজি অনুবাদকের কথা

বিবাহের ক্ষেত্রে স্বামী এবং স্ত্রীর জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলো লক্ষ্য করা উচিত:

- ১.নিজেদের অপূর্ণ যৌন-আকাঙক্ষা পূর্ণ করা।
- ২.আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন(অশ্লীলতা ও ব্যভিচার) তা থেকে নিজেকে রক্ষা করা।
- ৩.প্রতিবার মিলনের জন্য প্রতিদানস্বরূপ সাদাকা লাভ করা।

এটি মূলত আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর নিম্নের হাদিসের উপর ভিত্তি করে,সেখানে তিনি বলেন,
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কিছু সংখ্যক সাহাবি তার কাছে এসে বল্লেন, হে আল্লাহর রাসূল! ধন সম্পদের মালিকরা তো সব সাওয়াব অর্জন করে নিয়ে যাচ্ছে। কেননা আমরা সালাত যেভাবে পড়ি,তারাও সেভাবে পড়ে। আমার সিয়াম পালন যেভাবে করি,তারাও সেভাবে সিয়াম পালন করে। কিন্তু তারা তাদের অতিরিক্ত সম্পদ দান করে সাওয়াব অর্জন করে, আমাদের সেভাবে সম্ভব হয় না।
রাসূল (সা.) বললেন,
আল্লাহ তা'লা কি তোমাদের এমন কিছু দান করেন নি, যা সাদাকা করে তোমরা সাওয়াব অর্জন করেত পারো? আর সেটি হচ্ছে প্রত্যেক তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ) একটি সাদাকা, প্রত্যেক তাকবির (আল্লাহু আকবার) একটি সাদাকা, প্রত্যেক তাহমিদ (আলহামদুলিল্লাহ) বলা একটি সাদাকা , প্রত্যেক' লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা একটি সাদাকা, প্রত্যেক ভালো কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজের নিষেধ করা ও বাধা দেওয়া একটি সাদাকা। এমনকি তোমাদের স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি সাদাকা।
সাহাবিগণ বললেন,
হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের কেউ তার কামনাবাসনা বৈধ পথে পূরণ করলেও কি তার সাওয়াব হবে?
রাসূল (সা.)বললেন,
তোমরা বলো দেখি, যদি তোমরা কেউ হারাম পথে নিজের চাহিদা মিটাতো বা যিনা করতো,তাহলে কি তার গুনাহ হতো না?একইরকম যখন সে হালাল পথে সহবাস করবে,তাতে তার সাওয়াব হবে স্বামী-স্ত্রীর জন্য।

সবার আগে নিজের মধ্যে ইসলাম কে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।আর যদি দ্বীনের ওপর থাকার সৌভাগ্য অর্জন হয়,তবে আপনার এবং আপনার পূর্বপুরুষের এই পবিত্র ধর্ম নিয়ে গর্ববোধ করা উচিত।

আপনার পুত্র এবং কন্যাদের জন্য আপনি স্বয়ং একটি উদাহরণ হোন এবং সর্বদা এই মহৎ উম্মতের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকুন।

জেনে রাখুন – জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে সম্মান,কেননা জ্ঞানীরা সচেতন।আর যিনা সকল জাতির নিকট অসম্মান জনক, যদিও অনেকে এটাকে স্বাধীনতা বলে।আমাদের জেনে রাখা ভালো চোখের যিনা হলো অশ্লীল কিছু দেখায়,কানের যিনা হলো অশ্লীল কিছু শ্রবণে,পায়ের যিনা অশ্লীল কাজ সম্পাদানে এগিয়ে যাওয়া,মনের জিনা খারাপ কিছু কল্পনা করা।

আপনার জন্য মহান আল্লাহু সুবহানাহু তা'লা আনুগত্যকারী গোলাম, স্বামী/স্ত্রীর সাথে বিশ্বস্ততা আর উদারতা প্রদর্শন এবং দয়ালু পিতা -মাতা হওয়ার মাঝে সুখ রাখা হয়েছে।

বিবাহের শর্তাবলী:

বিয়ের শর্ত চারটি। তা হচ্ছে:

- ১- স্বামী-স্ত্রী নির্ধারিত হওয়া।
- ২- স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতি থাকা। অতএব, স্বামী-স্ত্রী কাউকে জোর করে বিয়ে দেওয়া জায়েয নেই। কুমারী ও অকুমারী উভয়ের অনুমতি নিবে। কুমারীর চুপ থাকা তার অনুমতি দেওয়া আর অকুমারীর মৌখিক সম্মতি নিতে হবে। পাগল ও নির্বোধের ক্ষেত্রে এটি শর্ত নয়।
- ৩- অভিভাবক: অভিভাবক পুরুষ, স্বাধীন, বালিগ (প্রাপ্তবয়স্ক), আকেল (জ্ঞানবান), বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত। এছাড়া একই দীনের অনুসারী হওয়াও শর্ত। বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়ের বাবা তার অভিভাবক হওয়ার সর্বাধিক যোগ্য, অতঃপর বাবার অসিয়তকৃত ব্যক্তি, অতঃপর তার দাদা, এভাবে উর্ধতন দাদারা, অতঃপর তার ছেলে ও নিম্নতম ছেলেরা, তার সহোদর ভাই, অতঃপর তার বৈমাত্রেয় ভাই, অতঃপর এসব ভাইয়ের ছেলেরা, অতঃপর, আপন চাচা, অতঃপর বৈমাত্রেয় চাচা, অতঃপর তাদের সন্তানেরা, অতঃপর বংশীয় নিকটাত্মীয়রা, অতঃপর দেশের বাদশাহ অভিভাবক হবেন।
- ৪- সাক্ষ্য: ন্যায়পরায়ণ, পুরুষ ও শরী'আতের বিধান প্রযোজ্য (প্রাপ্তবয়স্ক) এমন দুজন সাক্ষ্যের সাক্ষী ছাড়া বিয়ে শুদ্ধ হবে না।
- ৫- স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বিবাহ বন্ধনে শরী'আতের নিষেধাজ্ঞামুক্ত থাকা (অর্থাৎ যাদের সাথে বিয়ে হারাম তাদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া)।

একাকি জীবনের অবসানঃ

নিকাহ মুমিনের আমল,কাফিরের খাহেশাত।কাফির নিকাহের দ্বারা নফসের খায়েশ মেটায় তার খায়েশ চরিতার্থ করার জন্য যা যা করা দরকার।মনের খায়েশ,শারীরিক খায়েশ,লৌকিকতার খায়েশ;মনে যা চায় তা-ই করে।আর মুমিন তা-ই করে,যা আল্লাহ চান।আল্লাহর সন্তুষ্ঠির লক্ষ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত পদ্ধতি মুতাবিক করে।প্রতি পদক্ষেপে নবীজির কর্মপন্থা খুঁজে তা মেনে চলে।কিছুদিন/কিছুমাস/কিছুসময়ের মধ্যেই আপ্নি একটি আমলের পবিত্র সর্ম্পক পেতে যাচ্ছেন।আহলান সাহলান আপনাকে এই পবিত্র সুমধুর বিবাহ বন্ধনে।

আপনি আর ব্যাচেলর থাকছেন না।ব্যাচেলর জীবনে যা যা করেছেন,এখন তার অনেক কিছুই আর করার সুযোগ নেই।বন্ধুদেরকে দেবার মতো ঘন্টার পর ঘন্টা সময় আর নেই।মন চাইলো হুটহাট আর কিছু করলাম, এক জায়গা চলে গেলাম-এমনটা যদি বিবাহিত জীবনেও হয়, তাহলে আপনি বিয়ের অনুপযুক্ত।গায়ে গতরে বেড়েছেন, মন বাড়েনি।আগে আপনার খাম খেয়ালিপনায় মা-বাবা কষ্ট পেতেন,দুশ্চিন্তা করতেন;এখন কষ্ট পাবার লোক আরেক জন বেড়েছে।যার জীবন এখন আপনার সাথে গাঁথা,আপনার জীবন আর আপনার একার নয়।আপনার জীবনের সিদ্ধান্তগুলো এখন সরাসরি তাকে ইফেক্ট করে।এজন্য প্রতিটি কাজ এখন তার সাথে পরামর্শ করে করার চেষ্টা করুন।ব্যাচেলর জীবনে আমরা কিছুটা অনিয়ন্ত্রিত থাকি—কথায়,আচরণে,
প্রতিক্রিয়ায়,মুখভঙ্গিতে।এখন আপনার ভেতরে নিয়ন্ত্রণ আসতে হবে,আপনার একটা কথা, একটা হাসি,একটা মন্তব্যের মূল্য সারা দুনিয়ার সমান।অতএব আপনি কী বলছেন,কী করছেন তা অবশ্যই আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে।হুট করে সিদ্ধান্ত নেয়া,প্রতিক্রিয়া দেখানো,কিছু একটা বলে ফেলা— জীবনকে অশান্ত করে দিতে পারে।পরস্পরকে চিনুন,জানুন,বুঝুন। একজন আরেকজনের ভালো লাগা মন্দ লাগাকে প্রাধান্য দিন।বিয়ে মানে শুধু শারীরিক মিলন না,বিয়ে মানে দুটি মনের মিলনও বটে।মনে মন মিলান।নিজের মনকে কাট- ছাট করে তার খাপে মেলান,একজন আরেকজনের পছন্দসই হোন।

পুরো কিতাবে বর্ণিত ফিল্টারে ছেঁকে,আপনার অনেক চোখের পানিতে,শেষরাতের দুআর ফল হিসেবে আল্লাহ যে মানুষটিকে আপনার জন্য পাঠিয়েছেন,তিনি আপনার জন্য পাঠিয়েছেন, তিনি আপনার জন্য আপনার রবের দেয়া 'শ্রেষ্ঠ উপহার'।এই উপহারের কদর করা চাই।কখনো যেন না -শোকরি,অভিযোগ,বিদ্বেষ না আসে তাঁর প্রতি।আপনি অনেক চেয়ে তাঁকে পেয়েছেন,আপনার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত মানুষটিকেই আল্লাহ সুবহানু তা'লা পাঠিয়েছেন।

মুমিনের দাম্পত্য-জীবন তার আমল।তার প্রত্যেক অপছন্দনীয় বিষয়ে আল্লাহর দিকেই ফিরবেন-'আল্লাহ!আপনার উপহার আপনিই ঠিক করুন'।তার জন্য আড়ালে দুয়া

করবেন,আল্লাহ তাকে আপনার মনের মতো বানিয়ে দিবেন।বিয়ের আগে যেমন আল্লাহর দিকে ঝুঁকেছেন,বিয়ের পরে ও ঝুঁকবেন।নিজের নিজের জেদের চেয়ে,ইগোর চেয়ে,চাওয়া–পাওয়ার চেয়ে আল্লাহর রাজিখুশিকে প্রাধান্য দিবেন,আল্লাহই দুজনার চলার পথ সহজ ও প্রশান্তিদায়ক করে দিবেন।

একজনকে আরেকজনের জন্য পরীক্ষা যেন না বানান,সেই দোয়া করুন। কখন আল্লাহ স্বামীকে স্ত্রীর জন্য,আর স্ত্রীকে স্বামীর জন্য পরীক্ষা বানান?যার জন্য আপনি আল্লাহর হক নষ্ট করবেন,যাকে খুশি কর্যে গিয়ে আপ্নি আল্লাহ কে নারাজ করবেন,তাকেই আল্লাহ আপনার জন্য পরীক্ষা বানাবেন।তাকে আল্লাহ আপনার জন্য অসন্তুষ্ট করে দেবেন।আল্লাহ অন্তর -পরিবর্তনকারী।ঐ আল্লাহকে ভয় করি,আসুন,যিনি নিমিষে আমার প্রিয়কে আমার জন্য দোযখ বানিয়ে দিতে পারেন।পরস্পরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করার চেষ্টা করুন,আল্লাহ ও একজনকে আরেক জনের জন্য পাগলপারা করে দেবেন।দেখুন চমৎকার একটা ছবি - যত আপ্নারা আল্লাহর নিকটে,তত আপ্নারা পরস্পরের নিকটে।যত দুজনে আল্লাহ থেকে দূরে,তত আপনারা পরস্পর থেকে দূরে।নতুন জীবনের শুরুতে দুজনে অন্তরের অন্তরস্থল থেকে নিয়ত করুন যে বিগত জীবনে যা হয়েছে, হয়ে গেছে। বান্দার হৃদয়ের অতল থেকে আফসোস আর অনুতাপ আসবে, তো মুখে মাফ চাইবার আগেই আল্লাহ আমলনামা সাঙ্গ করে দেবেন, ফেরেশতাদের স্মৃতি থেকেও গুনাহ মুছে দেবেন। দুজনেই আল্লাহর দিকে শতভাগ ফিরে আসার ইচ্ছা করুন, শরীর মন সবকিছু। এই দেহ আর আল্লাহর অবাধ্য হবে না, এই মন আর আল্লাহর অবাধ্য হবে না-সংকল্প করুন। হয়তো পরীক্ষা আসবে, অভাব আসবে, পেরেশানি আসবে, কিন্তু অন্তর আল্লাহর দিক থেকে অন্য দিকে যাবে না। আল্লাহ তখন এমন অনুভূতি দান করবেন, যেন জান্নাতেই একসাথে আছেন। আল্লাহ দুনিয়ার এই 'জান্নাতে' ও দুজনাকে একসাথে রাখুন, আখিরাতের জান্নাতেও একসাথে রাখুন। আমীন সুম্মা আমিন।

নিকাহ পরিচিতি:

বিবাহ শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হলো 'নিকাহ'। যার আভিধানিক অর্থ হলো মিলানো, একত্র করা, সহবাস, চুক্তি ইত্যাদি। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহ
শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হলো 'নিকাহ')نكاح(। যার আভিধানিক অর্থ হলো।
মিলানো, একত্র করা, সহবাস, চুক্তি ইত্যাদি।
বিবাহের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন রকম সংজ্ঞা প্রদাম করেছেন। যেমন:
আবুল ফারায ঝাইনুদ্দীন ইবন রজাব রহ. বিবাহের সংজ্ঞা প্রদানে বলেন:

النكاح عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين بالأخر

"বিবাহ হলো এমন একটি চুক্তি যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন বৈধ হয়।" এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ফিকহবিদ আলাউদ্দীন আল হাসকাফী রহ. বলেন:

النكاح عقد بغير حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع.

"বিবাহ এমন একটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চুক্তি যা কোন পুরুষকে এমন কোন নারীকে সম্ভোগের অধিকার দেয়া যার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়াতের কোন বাধা নেই।" (কাওয়া'ইদুল ফিকহিয়্যাহ, খ. ১. পৃ. ৭১৮।)

হানাফী মাজহাবের মতে, বিবাহ এমন একটি বন্ধন যা পুরুষ কর্তৃক নারীকে সম্ভোগের অনুমতি প্রদান করে।

মালেকী মাজহাবের মতে, নির্দিষ্ট শব্দের মাধ্যমে মাহরাম (নিষিদ্ধ), অগ্নিউপাসক ও আহলি কিতাব দাসী ব্যতীত অন্য নারীকে সম্ভোগ বৈধ করার বন্ধনই বিবাহ।"

শাফে'ঈ মাজহাবের মতে, 'নিকাহ' (i) বা 'যাউজ' [زوج] অথবা অনুরূপ অনূদিত শব্দের মাধ্যমে সঙ্গম বৈধ করার বিধান অর্ন্তভুক্তকারী বন্ধনই বিবাহ।"

হাম্বলী মাজহাবের মতে, নিকাহ মূলত: বিবাহ বন্ধনের চুক্তি। অর্থাৎ এমন বন্ধন যা 'নিকাহ' বা 'যাউজ' অথবা তার অনূদিত শব্দের ভিত্তিতে বিবেচ্য হয়ে থাকে।

মোটকথা, বিবাহ হচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত এমন একটি সামাজিক চুক্তি যার মাধ্যমে একজন পুরুষ ও এক জন মহিলা একত্রে বসবাস করার চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্জন করে। সুতরাং বলা যায় যে, মানুষের যৌনতৃপ্তি এবং বংশ রক্ষার জন্য দুইজন নর নারীর মধ্যে সমাজে আইন ও ধর্ম স্বীকৃত পন্থায় যে দাম্পত্য বন্ধনের সূচনা করা হয় তাই বিবাহ।

তাছাড়া বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে যাবার পর আপন হয়ে যাবার পর আপনাকে কঠোর কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একটা সম্পর্কের শুরুটা আল্লাহর নারাজি দিয়ে শুরু করা মোটেও সমীচীন হবে না। সুন্নাতের খেলাফ কাজ কবে, আল্লাইব হুকুম নষ্ট করে যে সম্পর্কের শুরু, তা বারাকাহ সমৃদ্ধ হবে কীভাবে। মন খুশি বিয়ে যাঁরা করে, তাঁরা মনকেই কেবল খুশি করে-হৈহুল্লোড়, ফটোগ্রাফি, ভিডিও, 'গায়ে হলুদ, ডিজে ডান্স, সাউন্ড সিস্টেম, লৌকিকতা ইত্যাদির মাধ্যমে। মনে রাখবেন, আপনি করছেন আমল, আল্লাহর খুশির জন্য। শুরুতেই ছাড় দেবেন না। নিজের পরিবার, হবু স্বামী/স্ত্রীর পরিবারের কাছে স্পষ্ট করে দিন-বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে আপনার চাওয়া-পাওয়া। বিশেষ করে পাত্রী দাবি তুললে ছেলেটার দাবিও জোর পাবে-'আমাদের বিয়েতে ওসব হবে না, ব্যস।' আর পাত্রী দাবি না জানালে পাত্র বেচারাকে অনেক লড়তে হবে,হেরেও যেতে হবে।

গায়ে হলুদঃ

গায়ে হলুদ এবং বাগদান (এনগেজমেন্ট) যে হিন্দু সংস্কৃতি থেকে প্রবিষ্ট, তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।

গায়ে হলুদ হিন্দু বিয়ের অন্যতম একটি রীতি। বর্তমানে মুসলমান বিয়েতেও এর প্রচুর চল। বিয়ের অনুষ্ঠানে গাত্রহরিদ্রা বা গায়ে হলুদের প্রচলন কেন হলো? এটি হয়েছে হিন্দু বিয়ের রীতি অনুযায়ী, বিয়ের দিন সকালে হলুদ মেখে গোসল করেন বর কনে। পুরাণেও হিন্দু বিয়ের রীতিতে হলুদের চল ছিল ।

তাঁদের ধারনা এর সাথে মঙ্গলের কুসংস্কারও জড়িয়ে আছে-

বর-কনের দাম্পত্য জীবনকে যেকোনো ধরনের অকল্যাণ বা অপশক্তি থেকে তা বাচায়। (নাউযুবিল্লাহ)

অনিষ্ট থেকে মুক্ত রাখার কামনা থেকেই এসব লোকাচার পালন করা হয়। গায়ে হলুদ এ সবেরই এরুটি, এবং এটি মূলত একটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান; যা প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। হিন্দুসমাজে এ লোকাচার গাত্রহরিদ্রা বা অধিবাস নামে অভিহিত। গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বিয়ের তিনদিন,পাঁচদিন অথবা সাতদিন আগে-বর ও কনের গায়ে হলুদ এবং অন্যান্য মাঙ্গলিরু দ্রব্য মাখানো। হলুদ একদিকে পবিত্রতার প্রতীক, অন্যদিকে প্রসাধনী হিসেবেও উৎকৃষ্ট। আধিভৌতিক ও অপশক্তির প্রভাব দূর করতে হলুদ অত্যন্ত কার্যকর বলে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে। এসব কারণেই গায়ে হলুদ হলুদ অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়েছে। এ ধরনের শিরকী অন্ধবিশ্বাসের প্রতীক একটি লোকাচার দিয়ে আপনি কীভাবে আপনার নতুন জীবন শুরু শুরু করতে। করতে পাবেন? সেই সাথে গাইরে মাহরামের ইনভলভমেন্টে ফরয পর্দা নষ্ট হওয়া থেকে নিয়ে ফটোগ্রাফি, ডান্স, ডিজে, লোকদেখানো অহেতুক খরচ, ফ্রিমিক্সিং অনেকগুলো হারাম কাজের উপলক্ষ এই গায়ে হলুদ ও বাগদান। তাহলে কীভাবে এই বিয়েতে আল্লাহর পক্ষ থেকে বারাকাহ, সাহায্য ও সুখশান্তি আশা করা যায়?

অনেকে আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র বিয়ের ঘটনা থেকে 'গায়ে হলুদ' ইসলামেও রয়েছে প্রমাণ করতে চান।

ঘটনাটি হলো-

একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. এর সাক্ষাৎ হলো। তখন তাঁর দেহে হলুদ সুগন্ধির চিহ্ন ছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কি ব্যাপার আব্দুর রহমান ! তখন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. বললেন, আল্লাহর রাসূল ! আমি এক আনসারী নারীকে বিবাহ করেছি। [সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৯৩৭]

উপরোক্ত ঘটনার আলোকে প্রচলিত গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানকে বৈধতা দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। কারণ প্রচলিত গায়ে হলুদ প্রথার সাথে উক্ত ঘটনার সামান্যতম সম্পর্ক নেই। কারণ,

১। সাহাবীর গায়ে লেগে থাকা দ্রব্যটি ছিলো মূলত সুগন্ধি দ্রব্য, যেটা জাফরান বা জাফরান ও অন্যান্য দ্রব্যের সংমিশ্রণে প্রস্তুত করা হতো।
২। হাদীসে যে হলুদ বর্ণের উল্লেখ রয়েছে তা ছিলো মূলত এ জাফরান ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যের চিহ্ন।
৩। হলুদ সুগন্ধির ব্যবহারটা ছিলো বাসর রাতকেন্দ্রিক।
৪। জাফরান সংশ্লিষ্ট এ সুগন্ধি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. নিজে ব্যবহার করেন নি। বরং সেটা তাঁর স্ত্রীর ব্যবহার করা রং থেকে তাঁর দেহে বা পোষাকে লেগেছিলো। কারণ হাদিসে পুরুষের জন্য জাফরান রং ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা এসেছে।[সহীহ মুসলিম, হাদিস ২১১০।] প্রথম সারির একজন সাহাবী নববী নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করবেন তা কল্পনাও করা যায় না। ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রহ.ও এ বক্তবটি উল্লেখ করেছেন। [উমদাতুল কারী ১৭/২৩৮]
৫। হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ দীর্ঘস্থায়ী বিবাহিত জীবন, বংশবিস্তার, নবদম্পতির সুখ-শান্তি কামনা এবং অপশক্তির প্রভাব দূর করতে ধর্মীয় আবশ্যকীয় রীতি হিসেবে এ গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। যা স্পষ্ট শিরক।
৬। বস্তুত হিন্দুধর্মালম্বী ও আদিবাসী উপজাতীদের থেকেই গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের উৎপত্তি হয়েছে। সেখান থেকে মুসলিম সমাজে এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মুসলিম সংস্কৃতিতে গায়ে হলুদের অবস্থান কোনো কালেই ছিলো না।

বিবাহের দিন:

বিবাহের আনুষ্ঠানিকতার আভিধানিক অর্থ উরস। কেউ কেউ বলেন। উরস হলো বিশেষভাবে বিবাহোৎসবের খাবার তথা ওয়ালীমা।

আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি, বিয়ে মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইসলামেও বিয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিয়ের পর বরপক্ষের ভোজ অনুষ্ঠানকে ইসলামের পরিভাষায় অলিমা বলে হয়। ‘অলিমা’ আরবি শব্দ, যার বাংলা অর্থ একত্রিত করা বা মেলানো। অলিমা করা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুন্নত। তিনিও তার স্ত্রীদের বিয়ের পর অলিমা করে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)কে খাইয়েছেন। তাদেরও বিয়ের পর সাধ্যানুযায়ী অলিমা করার নির্দেশ দিয়েছেন। মুসলিম সমাজে এই সুন্নত আজও চলমান আছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) জয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)কে বিয়ে করার পরদিন ওয়ালিমা করেছিলেন। (বোখারি: ৫১৭০)।

রাসুলুল্লাহ (সা.) সাফিয়াহ (রা.)কে বিয়ের পর তিন দিন যাবৎ ওয়ালিমা খাইয়েছিলেন। (মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদিস: ৩৮৩৪)।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে:

رُوِيَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهَا وَأَمَرَ بِهَا ، قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثًا يَبْنِي عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا خُبْزٌ وَلَا لَحْمٌ أَمَرَ بالأَنْطَاعِ فَأَلْقَى فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ

"আনাস রা. বলেন: নবী করীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যা বিনতে হুয়াইয়ের সাথে বিবাহোত্তর উৎসবের জন্য খায়বার ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে তিন দিন অবস্থান করেন। আমি তখন মুসলিমদেরকে ওয়ালীমায় দাওয়াত দিয়েছিলাম। সে ওয়ালীমায় কোন রুটি ও গোশতের আয়োজন ছিল না। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দস্তরখান বিছানার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেখানে শুকনো খেজুর, পনির ও ঘি ঢেলে দেয়া হয়েছিল। এভাবেই তাঁর ওয়ালীমা সম্পন্ন হয়েছিল।"

আনাস (রা.) বলেন, নবী (সা.) আবদুর রহমান ইবনে আওফের গায়ে হলুদ রঙের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? তিনি বললেন, আমি এক খেজুর আঁটির ওজন স্বর্ণ দিয়ে একজন মহিলাকে বিয়ে করেছি। রাসুল (সা.) বললেন, ‘আল্লাহ তোমার বিয়েতে বরকত দান করুক। একটি ছাগল দ্বারা হলেও তুমি অলিমা করো।’ (বোখারি: ৫১৫৫)।

এসব হাদিস থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, বিয়ের পর অলিমা করা শরিয়ত সমর্থিত। শুধু তাই নয়, বরং এটি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতও।

সকল আলিম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, বিয়ের ওয়ালীমা শরীয়াতসিদ্ধ ও সুন্নাত। কারণ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেছেন এবং করতে আদেশ দিয়েছেন।

অপর এক হাদীসের বর্ণনায় এসেছে,

: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ قَالَ لَهُ :تَزَوَّجْتُ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

"আবদুর রহমান ইবনে 'আউফ রা. রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে যখন বলেছিলেন, "আমি বিয়ে করেছি" তখন তিনি তাকে বললেন "একটি বকরী দিয়ে হলেও তুমি ওয়ালীমা কর। (বোখারি: ৫১৫৫)

ওলীমা প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا " .

ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) ..... ইবনু উমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের কাউকে ওয়লীমার দাওয়াত দেয়া হয়, সে যেন ঐ দাওয়াতে সাড়া দেয়। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৩৭৪, ইসলামীক সেন্টার ৩৩৭৩)

বিবাহ বন্ধন ও মজলিসের জন্য বর, কনে ও অভিভাবক ছাড়া আর মাত্র দুটি লোকের প্রয়োজন। তাও তো মিনিট কয়েকের ব্যাপার। কিন্তু এত বিপুল আয়োজন, এত ঘটা

কীসের? এগুলো লোক প্রদর্শন নয় কি? ১০/২০ টা ভুলার বিবি, ৮০/১০০ টা বরযাত্রী: তাতে অমুসলিমও থাকবে! এত লোকের রাখা ও খাওয়ানোর দায়িত পাত্রীপক্ষের ঘাড়ে। কোন অধিকারে? 'এত জন পারব না' বললেও উপায় নেই। সমস্ত কুটুম্বের মান রাখতেই হবে। জোর করে যাবে ১০০ জন বরযাত্রী। পাত্রীপক্ষ বাধ্য হয়েই রাজি হয়। এটা কি যুলুম নয়? যুলুম করে কি কারও বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাওয়া চলে? এমন পেটুকেরা কি লুটেরা নয়? কুটুম বুঝাতে নিজে খাওয়াও। পরের ঘাড়ে কেন কুটুমের মান রাখ? নাকি 'পরের লেজে পা পড়লে তুলোপানা ঠেকে, আর নিজের লেজে পা পড়লে ক্যাঁক করে ডাকে।' তাই না?
একটি বিয়ের প্রেক্ষাপট একটু কল্পনা করি-
বরের বরযাত্রী ভোর থেকেই প্রস্তুত। গতকাল পাত্র-পাত্রী সোডা ও আটা মেখে গায়ের হলুদ তুলে (আমপাতা দেওয়া) পানিতে গোসল করেছে। বর তার দাড়িগুলোকে বেশ তেল পারা করে চেঁছে মসৃণ গাল বের করেছে! আজ তাদের নবজীবনের নতুন প্রভাত। চারিদিক খুশিতে ডগমগ। কিন্তু কার খেয়াল থাকে যে, 'কারও পৌষমাস, আর কারও বা সর্বনাশ।' 'কারও মোজ হয়, কেউ আমাশয় যায়।'

বর সাজানোর ধুম চলছে বাড়ির এক প্রান্তে। (নিজের অথবা সরকারি) ভাবিরা বরকে ঘিরে পরম আদরে কপালে চুন-কুমকুমের ফোটা, মাথায় মুকুট, গলায় ফুলের মালা, আঙ্গুলে সোনার অঙ্গুরীয়, গলায় সোনার হার, জামায় সোনার বোতাম, গায়ে রেশমের বা হলুদ কিংবা জাফরানী রঙের রুমাল বাঁধা হচ্ছে। যার প্রত্যেকটিই হারাম।

অন্য দিকে শাড়ি দেওয়া হয়নি বলে বড় ভাবি রাগ করেছে; তাই ডুলার বিবি যাবে না। ছোট বুনুইকে জামা-প্যান্ট দেওয়া হয়নি বলে রাগ করেছে; তাই
বরযাত্রী যাবে না।
বন্ধুকে বরযাত্রী না নিয়ে গেলে সেজো ভাইও বিয়েতে খাবে না বলছে। ও পাড়ার সাজু রাগ করেছে, সেও বরযাত্রী যাবে না। কারণ, তার চাচাকে বরযাত্রী বলা হয়নি তাই! ওদের সকলের রাগ মানাবার চেষ্টা চলছে।

বরকে কোলে তুলে পালকি বা গাড়িতে বসালো তার দুলাভাই অথবা চাচাতে ভাই। মা এল তেলের ভান্ড ও পানির বদনা হাতে ছেলের কাছে। কয়জন মেয়ে মা-বেটাকে দিল কাপড় ঢেকে। মা ছেলের পায়ে তেল দিয়ে পানি দ্বারা পা ধুয়ে দিল। স্বস্নেহে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছ বাবা?' ছেলে সত্বর জবাব দিল, 'তোমার জন্য দাসী আনতে যাচ্ছি মা।' এরপর গাড়ি বা পাল্কি ছুটে পাত্রীর গ্রাম বা শহরের দিকে।
বলাই বাহুল্য যে, পূর্বের ওই কীর্তিগুলো ইসলামের কিছু নয়। পরন্তু পয়সা নিয়ে দাসী আনার প্রভাব বহু সংসারেই বহু বধূর উপর পড়ে থাকে।

বরযাত্রীর গাড়ি পূর্বেই ছুটেছিল। থামল গ্রামের বাইরে। কেউ কোথাও নেই। ব্যাপার কি? এত অসামাজিক পাত্রীপক্ষ! নিমন্ত্রণ করতে বা আগে বাড়িয়ে (সংবর্ধনা জানিয়ে) নিতে আসে নি কেউ। দাওয়াত না দিলে কি কারও বাড়ি মেহেমান যাওয়া হয়। এত নীচ ও ছোঁচা নয় বরপক্ষ। তবে জালেম নিশ্চয় বটে। কারণ, জোরপূর্বক তো এত লোক সঙ্গে এনেছে তারা। জোর করে মেহেমান এসে আবার দাওয়াতের অপেক্ষা কেন? জালেমের মত ঢুকে পড়, আর লুটেরার মত পেটে ভর। দোষ কি তাতে? দেশাচার তো। নির্মম শোষণ হলেই বা ক্ষতি কি?

রাগ নিয়েই প্রবেশ করে বরযাত্রী। কনেপক্ষ ভুল স্বীকার করে কত কষ্টে রাগ মানায়। তবুও অসংগত মন্তব্য থেকে রেহাই পায় না। আবার এখানে তো 'বাবু যত বলে, পারিষদ্ দলে বলে তার শতগুণ।' কে কার মুখে হাত দেবে? যদি বিয়ে ঘুরে যায়!

বরানুগমন হলে সসম্মানে তাকে কোলে করে নামানো হয়। প্রথমে মসজিদে সালাম (?) অথবা দুই রাকআত স্বালাত পড়ানো হয়। (এটি বিদআত, অবশ্য মসজিদে গেলে বা মসজিদে বিয়ে রাখলে সকলকেই তাহিয়্যাতুল মসজিদ দু'রাকআত পড়তে হয়। প্রকাশ যে, মসজিদে বিয়ে রেখে বরযাত্রীদের ধুমপান, অসংগত কথাবার্তা প্রভৃতি দ্বারা তার পবিত্রতা হানি করা অবশ্যই হারাম।) এরপর পীরতলায়, ইমামতলায় সালাম (?) করানো হয়।
(কোন কোন এলাকায়) শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে গিয়ে বরাসন সাত চক্র তথ্যাৎ করিয়ে বসানো হয়। এই সময় নাকি কনে লুকিয়ে কোন ফাঁক থেকে বর দেখে (পছন্দ করে) থাকে। কিন্তু এ সময় অপছন্দ হলেও কি বিয়ে ফিরিয়ে দিতে পারবে?
অতঃপর বর আসে বিবাহ মজলিসের 'আলম তালায়। বড় বিনীত হয়ে রুমাল হাতে নিয়ে ঝুঁকে বিছানায় সালাম (?) করে। কি জানি, 'আসসালায় আলাইকুম' বলে সালাম হয়তো জানেও না। এরপর কেবলা মুখে স্বালাতে বসার মত (প্রায় সর্বদাই বসে)।
এই সময় অনেক জায়গায় প্যান্ডেলের গেটে দাঁড়িয়ে দুই প্রসাধিকা যুবতী কপালে চন্দনের ফোটা দিয়ে এবং গলায় ফুলের মালা পরিয়ে বর ও বরযাত্রী বরণ করে!
তারপর শুরু খাওয়া-দাওয়া ও ভুঁড়িভোজন; অর্ধেক খাওয়া, অর্ধেক ফেলা। মিষ্টিখোরের দল তো গোনা-গাঁথা ৭০/৮০ টা রসগোল্লা খাবেই। না পারলে নিংড়ে-নিচুরে, চুরি করে লঙ্কা কামড়ে বা লেবু চুসেও পেটে ভরবে। পরে বমি হয়ে গেলেও ছাড়বে কেন? পয়সা তো লাগছে না।
এর পরেও যদি কিছু আনতে বা দিতে একটু বিলম্ব হয় তাহলে প্লেট উবুর হবে অথবা ফেলা হবে ছুঁড়ে। আরও কত অশালীন আচরণ এই বর যাত্রীদের। কীসের এত দাপ্, কেন এত বা এত আপুত্তি অধিকার ফলানো? কারণ, হয়তো পাত্রীর বাপ চোরের দায়ে ধরা পড়েছে তাই। কন্যাদায় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বরপক্ষের এত পায়ে ধরা। খাইয়ে-দাইয়েও যদি তারা গালে চড়ও মারে, তবুও গাল পেতে নীরবে সহ্য করে নিতে হবে। নচেৎ যদি বিয়ে ঘুরে যায়। নিহাতই মজবুর পাত্রীপক্ষ!

মহান আল্লাহ বলেন,

(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"তোমরা পানাহার কর, কিন্তু অপচয় করো না। তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। [সূরা বাক্বারাহ-২:৩১।

বিবাহের রুকুন:

বিয়ের রুকন বা খুঁটি তিনটি :

১. বর ও কনের বিয়ে বৈধ হওয়া : বর ও কনে পরস্পর মাহরাম না হওয়া অর্থাৎ আল্লাহ যাদের সাথে চিরতরে বিয়ে হারাম করে দিয়েছেন তাদের কারও সাথে বিয়ে করা চিরদিনের জন্য হারাম। এ সংক্রান্ত দুটি লিস্ট কমেন্টে দেওয়া আছে।

২. ইজাব বা প্রস্তাবনা : প্রস্তাবনা মেয়ের অভিভাবকের পক্ষ থেকে হয়। অর্থাৎ মেয়ের অভিভাবক বরকে বলবে যে, আমি আমার অমুককে (মেয়ে, ভাতিজি, বোন ইত্যাদিকে) তোমার সাথে এত মোহরের বিনিময়ে বিয়ে দিলাম" –এধরণের বাক্য বলা।

৩. কবুল : আমাদের দেশে সাধারণত কনে এবং বর উভয়কে আলাদা আলাদাভাবে কবুল বলানো হয়। বিয়ের সঠিক নিয়মানুযায়ী কবুল শুধু বর বলবে। কবুল হল বরের পক্ষ থেকে প্রস্তবনা বা ইজাবের সম্মতিসূচক বাক্য।

বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ :

১. বর এবং কনেকে নির্দিষ্ট করা : নাম উল্লেখ বা ইশারার মাধ্যমে উভয় পক্ষকে দেখিয়ে বা জানিয়ে দেওয়া যে, অমুকের সাথে অমুকের বিয়ে হচ্ছে।

২. সম্মতি এবং সন্তুষ্টি : বিয়েতে কনে এবং বর উভয়েরই সম্মতি থাকতে হবে। এছাড়া বিয়ে শুদ্ধ হবে না। আমাদের সমাজে জোর করে বিয়ে করা এবং বিয়ে দেওয়ার নজির দেখা যায়। এভাবে বিয়ে করা/দেওয়া বৈধ্য নয়।

৩. অভিভাবক : আল্লাহ তা'আলা বিয়ে দেয়ার জন্য অভিভাবকদের প্রতি নির্দেশনা জারী করেছেন (সূরা নুর : ৩২)। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করবে তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল" [তিরমিযি, আবূ দাউদ]। সুতরাং বিয়ের জন্য অভিভাবকের সম্মতি শর্ত।

৪. সাক্ষী : আমাদের সমাজে বিয়ের ক্ষেত্রে আরেকটি ভুল লক্ষ্য করা যায় তা হল, কনের পক্ষ থেকে ২ জন এবং বরের পক্ষ থেকে ২ জন এভাবে মোট ৪ জন সাক্ষীর মাধ্যমে বিয়ে সম্পন্ন করা হয়। অনেক এলাকায় 'উকিল বাবা' এর প্রথাও চালু আছে। আসলে একটি বিয়ের জন্য মাত্র ২ জন সাক্ষীই যথেষ্ট। যারা সমগ্র বিয়ে অবলোকন করার মাধ্যমে বিয়ের সাক্ষী থাকবে। কোন বেনামাজী, ফাসিক, মুনাফিক ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখা ঠিক নয়।

বিবাহ পড়ানোর সুন্নাত পদ্ধতি

বিবাহ সুন্নতসম্মত পদ্ধতিতে হওয়া অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। বিবাহ সুন্নাহসম্মত না হলে এর সওয়াব ও বরকত থেকে বঞ্চিত হয় বর-কনে এবং সংশ্লিষ্ট সবাই। ইসলামী বিয়ে মসজিদে ও জুমার দিন হওয়া উত্তম।

তবে অন্য দিন ও অন্য স্থানেও বিবাহ পড়ানো যায়।

বিবাহ পড়ানোর সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি হলো, প্রথমে কনের কাছ থেকে ইজন বা অনুমতি নিতে হবে।

বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী বা বর-কনেই মুখ্য, যারা সারা জীবন একসঙ্গে ঘর-সংসার করবে। তাই বিবাহের আগে তাদের সম্মতি থাকতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا يَحِلُّ لَكُمۡ اَنۡ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرۡهًا ؕ وَ لَا تَعۡضُلُوۡهُنَّ لِتَذۡهَبُوۡا بِبَعۡضِ مَاۤ اٰتَيۡتُمُوۡهُنَّ اِلَّاۤ اَنۡ يَّاۡتِيۡنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَ عَاشِرُوۡهُنَّ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ۚ فَاِنۡ كَرِهۡتُمُوۡهُنَّ فَعَسٰۤى اَنۡ تَكۡرَهُوۡا شَيۡـًٔا وَّ يَجۡعَلَ اللّٰهُ فِيۡهِ خَيۡرًا كَثِيۡرًا

কোনো অবস্থায়ই কোনো ছেলে-মেয়ের অসম্মতিতে তাদের বিবাহ করতে বাধ্য করা উচিত নয়। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদাররা! তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে তোমরা বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হবে।' (সুরা নিসা, আয়াত : ১৯)

আবু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, আবু হুরায়রা (রা.) তাদের কাছে বর্ণনা করেন যে নবী (সা.) বলেছেন, 'কোনো বিধবা নারীকে তার সম্মতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না এবং কুমারি নারীকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দিতে পারবে না। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল! কিভাবে তার অনুমতি নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, তার চুপ থাকাই তার অনুমতি। (বুখারি, হাদিস : ৫১৩৬)

অতঃপর অভিভাবক (যদি বিবাহ পড়াতে সক্ষম হন) বা যিনি বিবাহ পড়াবেন তিনি বিবাহের খুতবা পাঠ করবেন। এরপর মেয়ের অভিভাবক বরের সামনে মেয়ের পরিচয় ও মোহরের পরিমাণ উল্লেখ করবেন। তারপর তিনি বিবাহের প্রস্তাব পেশ করবেন। অথবা অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে যিনি বিবাহ পড়াবেন তিনি হবু বরের কাছে বিবাহের প্রস্তাব তুলে ধরবেন। এটাকে ইসলামের ভাষায় **'ইজাব'** বলা হয়।

প্রস্তাব (الإيجاب): অলী তথা অভিভাবক অথবা যিনি তার স্থলাভিষিক্ত হবেন তার পক্ষ থেকে বিয়ে করার বা বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া। যিনি আরবী ভালো পারেন তার (إنكاح أو تزويج) শব্দ দ্বারা প্রস্তাব দেওয়া উত্তম। কেননা এ শব্দদ্বয় কুরআনে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [النساء :٣]

"তাহলে তোমরা বিয়ে কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩]

বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতি নিতে হবে। বিশেষ করে মেয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতি একান্তভাবে আবশ্যক। কারণ অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ হয় না। নবী করিম (সা.) বলেন, 'অভিভাবক ছাড়া কোনো বিবাহ নেই।' (তিরমিজি, হাদিস : ১১০১)

যিনি বিবাহ পড়াবেন তিনি উপস্থিত মজলিসে হবু বরের উদ্দেশে বলবেন যে অমুকের মেয়ে অমুককে এত টাকা মোহরানায় আপনার কাছে বিবাহ দিলাম, আপনি বলুন **'কবুল' বা 'আমি গ্রহণ করলাম'**।

কবুল (القبول): স্বামী বা তার স্থলাভিষিক্ত থেকে বিয়ে কবুল করার শব্দ। যেমন বলা, (قبلت) আমি বিয়ে কবুল করলাম বা (رضيت هذا النكاح) এ বিয়ে আমি রাজি আছি বা শুধু কবুল করেছি বলা। ইজাব তথা প্রস্তাব কবুলের আগে হতে হবে, তবে কোনো আলামত থাকলে আগে কবুল বললেও হবে।

বিবাহ পড়ানোর সময় কমপক্ষে দুজন সাক্ষী উপস্থিত থাকতে হবে। তখন বর উচ্চ স্বরে **'কবুল' অথবা 'আমি গ্রহণ করলাম' বা সম্মতিসূচক 'আলহামদু লিল্লাহ'** বলবে। এরূপ তিনবার বলা উত্তম। (বুখারি, হাদিস : ৯৫)

স্মরণ রাখতে হবে যে আগে খুতবা পাঠ করতে হবে তারপর **ইজাব-কবুল** (প্রস্তাব দেওয়া-নেওয়া)।

শুধু বরকেই কবুল বলাতে হবে। কনের কাছ থেকে কনের অভিভাবক শুধু অনুমতি নেবেন। বর বোবা হলে সাক্ষীদ্বয়ের উপস্থিতিতে ইশারা বা লেখার মাধ্যমেও বিবাহ সম্পন্ন হতে পারে। এভাবে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে।

এরপর উপস্থিত সকলে পৃথক পৃথকভাবে সুন্নাতী দো'আ পাঠ করবে

'بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِى خَيْرٍ-

বা-রাকাল্লাহু লাক, ওয়া বা-রাকা আলাইক, ওয়া জামা'আ বায়নাকুমা ফী খায়ের'। আল্লাহ তোমার জন্য বরকত দিন, তোমার উপরে বরকত দিন ও তোমাদের দু'জনকে কল্যাণের সাথে মিলিত করুন' (আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৪৫)।

বিবাহের খুতবা : বিবাহের খুতবার জন্য প্রথমে নির্দিষ্ট কাঠামোতে হামদ ও ছানা বা আল্লাহর প্রশংসা করবে। অতঃপর পবিত্র কোরআনের তিনটি আয়াত পাঠ করবে, যা যথাক্রমে সুরা

নিসা, আয়াত : ১, সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০২ এবং সুরা আহজাব, আয়াত : ৭০-৭১। (সূত্র : সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ২১১৮)

তিরমিযী ৮৭ কইমাহ, ৮৮ মুসনাদু আহমদ ইবন হাল, ৯৯ আল মুস্তাদরাকে হাকেম, মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বা," আল ম'জামুল কাবীর লিত তিবরানী সুনানুদ দারেমী, মুস্তাখরিজ আবী 'আওয়ানাহ, মুসনাদু আবী 'ইয়ালী, মুসনাদু আত- তায়ালুসী হাদীসের বিখ্যাত কিতাবে বর্ণিত এভাবে হয়েছে।

عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة أن الحمد لله المستعينة وتستغفره ونعوذ به من شرور ألفا من يهدِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمِنْ يُضْلِلْ فَلَا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (القوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليْكُمْ رقبا } :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا والتم مُسْلِمُونَ } * {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعُ اللهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فَوْزًا عَظِيمًا :لم يقل محمد بن سليمان أن حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشَارٍ حَدَّكَ أبو عاصم حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد ذكر نخوة وقال بعد قوله ورسوله أرسلة بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ بَعْضهما فإله لا يضر إلا نفسه ولا يصر الله شَيْئًا

বর ও কনেকে সংবর্ধনা দান:

ফুকাহায়ে কিরাম-এর মতে বর ও কনেকে সংবর্ধনা জানানো ও তাদের জন্য দু'আ করা মুসতাহাব। আর তাদের জন্য দু'আটি হলো

بارك الله لك وبارك الله عليك وجمع بينكما في خير وعافية

"আল্লাহ তোমাদের বরকত দান করুন এবং তোমাদের ওপর বরকত নাজিল করুন। কল্যাণ ও সুস্থতার সাথে তোমাদের দাম্পত্যজীবন পরিচালিত করুন।

হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

رُوِيَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي تَزَوَجَتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, আবদুর রহমান। ইবনে আওফ রা-এর শরীরে রাসূল সা. হলুদ রঙের ছাপ দেখলেন। তখন তাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন এটি কিসের রঙ? তিনি উত্তর দিলেন, আমি এক মহিলাকে একটি খেজুরের আটি পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে বিয়ে করেছি।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

بارك الله لك أولم ولو بشاة

আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন, একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালীমা কর।

বিয়ের অনুষ্ঠানে দফ বাজানোর আয়োজন করা:

ফুকাহায়ে কিরাম বলেন: বিয়ের ঘোষণা দেয়া এবং তা প্রচার করা মুস্তাহাব। বিয়ের বিষয়টি সমাজে প্রচারের লক্ষ্যে দফ বাজানো রীতি বিরোধী নয়। এর ফলে ব্যভিচারও বিয়ের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি হবে।

এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ في المساجد وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ النُّفُوفَ

*এ ধরনের বিয়ের বিষয়কে প্রচার কর, মসজিদসমূহে তা সম্পাদন কর, এব প্রচারের নিমিত্ত দফ বাজাও।একটি বকরী দিয়ে হলেও তোমরা ওয়ালীমা কর। তোমরা কোন মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে এবং কালো রঙের মেয়াব লাগালে তাকে অবশ্যই তা অবহিত করবে তার সাথে প্রতারণা করবে না। অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তোমরা বিয়ের বিষয়টি প্রচার কর এবং এজন্য দফ বাজাও।

অপর এক হাদীসে এসেছে

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا فَعَلَتْ فلالة ، لِيَتِيمَةٍ كَانَتْ عِنْدَهَا فَقُلْتُ أَهْدَيْنَاهَا إِلَى زَوْجِهَا قَالَ فَهَل بَعَثْتُمْ مَعَهَا جَارِيَةً تَضْرِبُ بِالدُّفِ وَتُغَنِي ، قَالَتْ تقول مَاذَا قَالَ تَقُول

أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُونَا نُحَيِيكُمْ

[২১৬ বুখারী, আস-সাহীহ, খ ৯. পৃ. ২২১

২১৭ আল-বাগাবী শারহুস সুন্নাহ, খ. ৯.৪৬

২১৮. বায়হাকী, ৭. খ. পৃ ২৯০

২১৩ বুখারী, আস-সহীহ, বরাত ফাতহুল বারী, ৯. খ. পৃ. ২২১

২১৪ বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৯. পৃ. ২৪০

২১৫, আবু দাউদ আস-সুনান, ২.২. পৃ ৫৯৬]

لوْلا الذَّهَبُ الأَحْمَرُ مَا حَلَّتْ بِوَادِيكُمْ لوْلا الْحِنْطَةُ السَّمْرًا مَا سَمِنَتْ عَذَارِيكُمْ

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আ ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন,অমুক মহিলার নিকট যে ইয়াতীম মেয়েটি ছিল তাকে সে কি করল? আমি বললাম, আমরা তাকে স্বামীর নিকট পাঠিয়ে দিয়েছি। তিনি তখন জানতে চাইলেন, তোমরা তার সাথে কি এমন কোন মেয়ে দাসী পাঠিয়েছ যে দফ বাজাবে এবং সঙ্গীত পরিবেশন করবে? আয়েশা রা. বললেন:সঙ্গীত পরিবেশনে সে কী গাইবে? রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন সে এরূপ গাইবে

اتيناكم اتيناكم ، فحيونا نحييكم لولا الذهب الأحمر - ما حلت بواديكم

لولا الحنطة السمراء ، ما سمنت عذار يكم
"আমরা তোমাদের কাছে এসেছি, আমরা তোমাদের কাছে এসেছি, তোমরা আমাদেরকে স্বাগত জানাও, আমরা তোমাদেরকে স্বাগত জানাব। লাল সোনা না হলে তোমাদের উপত্যকাসমূহ সজ্জিত হতো না, তামা বর্ণের গম না হলে তোমাদের কচি মেয়েরা মোটা তাজা হতে পারত না।"

অপর এক হাদীসের বর্ণনায় এসেছে,

عن عمر بن الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتًا أَوْ دها قال مَا هَذَا فَإِنْ قَالُوا عُرْسٌ أَوْ خِتَانٌ صَمَتَ وَإِنْ كَانَ
فِي غَيْرِهِمَا عَمِلَ بِالدرة

হযরত 'উমর ইবনুল খাত্তাব বা কোন সূর ধ্বনি বা দফের আওয়াজ শুনতে জানতে চাইতেন, এটা কিসের ধ্বনি? যদি লোকেরা বলত, বিয়ের অনুষ্ঠান কিংবা খতনার অনুষ্ঠানের আওয়াজ তাহলে তিনি চুপ হয়ে যেতেন। আর যদি এ দু'টির বাইরের কিছু হতো, তাহলে তিনি দুর্ব্যবহার করতেন।

কনের বিদায়ক্ষণ:

কন্যা বিদায় করার পূর্বে পিতামাতার উচিত, তাকে আল্লাহ-ভীতি ও নতুন সংসারের উপর বিশেষ উপদেশ দান করা। যেমন উচিত ছিল তার জীবনকে সুন্দর ও আদর্শময় করে গড়ে তোলা।বিবাহ সম্পন্ন হবার পূর্বে নারীকে উত্তম পরামর্শ দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিরা কোনো নারীর বিবাহ সম্পন্ন হলে তাকে স্বামীর সেবা করা ও যত্ন নেওয়ার নির্দেশ দিতেন।

পিতার উপদেশ:

আবদুল্লাহ ইবনি জাফর ইবনি আবি তালিব তার মেয়েকে এই বলে উপদেশ দিয়েছিলেন:

১. হিংসা থেকে সাবধান; কেননা এটাই বিচ্ছেদের মূল।
২. অতিরিক্ত দোষারোপ করা হতে বিরত থাকবে; কেননা এটা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।
৩. কোহল ব্যবহার করো (চোখে ব্যবহৃত সুরমাজাতীয় পদার্থ); এটা সর্বোত্তম অলংকার।
৪. আর পানি সবচেয়ে উত্তম সুগন্ধি

এক কন্যাকে তার মাতার উপদেশ নিম্নরূপ:

'বেটী! তোমাকে যে শিক্ষা দিয়েছি তাতে অতিরিক্ত উপদেশ নিষ্প্রয়োজন। তবুও উপদেশ বিস্মৃত ও উদাসীনকে স্মরণ ও সজাগ করিয়ে দেয়।

বেটী! মেয়েদের যদি স্বামী ছাড়া চলত এবং তাদের জন্য পিতামাতার ধন-দৌলত ও স্নেহ-ভালোবাসাই যদি যথেষ্ট হত, তাহলে নিশ্চয় তোমাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতাম না। কিন্তু মেয়েরা পুরুষ (স্বামী)দের জন্য এবং পুরুষরা মেয়েদের (স্ত্রী)দের জন্য সৃষ্টি হয়েছে।

বেটী! তুমি সেই পরিবেশ ত্যাগ করতে চলেছ, যেখানে তুমি জন্ম নিয়েছ। সেই বাসা ত্যাগ করতে চলেছ, যাতে তুমি লালিত-পালিত হয়েছ এবং এক নতুন কুটিরে গমন করতে চলেছ, যেখানে তোমার কেউ পরিচিত নয়। এমন সঙ্গীর সাথে বাস করতে চলেছ, যার সাথে তোমার কোন আলাপ নেই। সে তোমাকে তার স্বামীত্বে নিয়ে তোমার তত্ত্বাবধায়ক ও মালিক হয়েছে। সুতরাং তুমি তার সেবিকা হয়ো, সে তোমার সেবক হয়ে যাবে।

বেটী! স্বামীর জন্য তোমার মায়ের এই ১০টা কথা সর্বদা খেয়াল রেখো, চিরসুখিনী হবে ইনশাআল্লাহ:

§ অল্পে তুষ্ট থাকবে।

§ স্বামীর প্রতি বিনয়ী থাকবে।

§ স্বামীর প্রতি অনুগত থাকবে।

§ তার সকল আদেশ মেনে চলার চেষ্টা করবে।

§ তার চোখে চক্ষু শীতলকারী হওয়ার চেষ্টা করবে।

§ সুগন্ধ মেখে থাকবে তার কাছাকাছি থাকার সময়।

§ তার পছন্দের খাবারের আয়োজন করবে।কথায় বলে কারো মন জয় করতে হলে আগে পেট জয় করো।

§ তার ঘুমের যত্ন নিবে।

§ তার ধন-সম্পদের হেফাযত করবে।অপচয়কারী হবে না।

§ তার পরিবার-পরিজন সেবা যত্ন করবে।আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক রাখবে।

§ তার সন্তানের উত্তম আকিদা দিবে।

§ তার গোপন রহস্য ভেদ করবে না।

সর্বোপরি তার জন্য তুমি একজন উত্তম চক্ষু শীতলকারী স্ত্রী হওয়ার চেষ্টা করবে।আর সাবধান! স্বামী যদি কোন বিষয়ে চিন্তিত বা শোকাহত থাকে, তবে তার সামনে কোন প্রকার আনন্দ প্রকাশ করো না। আর যদি আনন্দিত ও প্রফুল্ল থাকে, তবে তার সামনে তোমার কোন শোকের কথা প্রকাশ করো না। ২৭৬ আদর্শ মায়ের আদর্শ উপদেশই বটে! মানতে পারলে সুখের দাম্পত্যই লাভহয় সৌভাগ্যবান দম্পতির।

অতঃপর বেটী জামায়ের উদ্দেশ্যে এই দুআ পঠনীয়:

«اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِمَا وَبَارِكْ لَهُمَا فِي بِنَائِهِمَا»

'আল্লা-হুম্মা বা-রিক ফীহিমা, অবা-রিক লাহু মা ফী বিনা-ইহিমা।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! ওদের দুজনের জন্য বরকত দান কর এবং ওদের বাসরে মঙ্গল দান কর।
[২৭৬. ফিকহুস সুন্নাহ ২/২০৯।]
[২৭৭. আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ১৭৪পৃ.।]

বরের জন্য কিছু উপদেশ:

স্ত্রীদের মত স্বামীদেরও কিছু করণীয় রয়েছে। তাবরানি শরিফে বর্ণিত আছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার কলিজার টুকরা সাইয়িদা ফাতিমাতুয যাহরা রা. কে হজরত আলি রা. সঙ্গে বিয়ে দেন, তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আলী রা. কে বলেন-'ফাতিমা তোমার। তার সঙ্গে সবসময় ভালো ব্যবহার করবে।'

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, স্ত্রী তো স্বামীর, সে আপন মা-বাপ, ভাই-বোন ও পিত্রালয় ছেড়ে এসেছে, স্বামীর জন্য সব ত্যাগ করেছে, এখন স্বামীই তার সব। স্বামী যদি তার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে তবে সংসার সংসার হবে। আর যদি তা না করে, স্ত্রীকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে না পারে, তাহলে সংসার মরুভূমি হয়ে যাবে। এ হাদিস থেকে বোঝা গেল, সংসার সংসার হওয়া কিংবা বিরান হওয়া স্বামীর ওপর নির্ভর করে।

** যে স্বামী তার স্ত্রীকে ভালোবাসে, তার প্রয়োজন পুরা করে-তার কি মাথা খারাপ হয়েছে, সে তার সংসার ধ্বংস করবে! সে তো তার আপনজনদের ছেড়ে এসেছে স্বামীর সংসার করার জন্যই। অভিজ্ঞতা বলে, কালেমাবিশ্বাসী মুসলমান কন্যাদের শতকরা নিরানব্বইজন যখন নিজ ঘর থেকে স্বামীর ঘরে যায়, স্বামীর ঘর করার নিয়ত করেই যায়। এখন স্বামী যদি তার সঙ্গে উত্তম আচরণ করে, তাহলে সংসার হবে, অন্যথায় সংসার ধ্বংস হবে।

** এক চাচা তার ভাতিজার বিয়ের সময় উপদেশ দেন, ভাতিজা! তোমাকে আপন মনে করে তোমার সঙ্গে আমার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি। আমার মেয়েকে খুশি রেখো, যাতে আমি তোমার ভালো আলোচনা করতে পারি। তোমার ও আমার হৃদয়ের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করো না। তুমি যদি আমার মেয়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করো, কষ্ট দাও, তাহলে আমি ব্যথা পাব। আর এই ব্যথাই আমার ও তোমার হৃদয় মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করবে।

** সবসময় স্ত্রীর পেছনে ঘুরঘুর করাও স্বামীর জন্য শোভনীয় নয়।প্রতিটি বিষয়েই ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত।তবেই জীবন সুখের হবে।সংসার শান্তির হবে।

বধুবরণ:

নববধূ এল শ্বশুর বাড়িতে। বাড়িতে পড়েছে হৈচৈ। এরই ফাঁকে শাশুড়ি বরণডালায় সিন্দুর, ধান, পান, চিনি, দুর্বাঘাস প্রভৃতি নিয়ে দরজায় হাজির। জামাই (নন্দাই) নববধূকে কোলে তুলে নিয়ে এল। ইতোমধ্যে বাড়ির প্রবেশপথে নতুন শাড়ি বিছানো হয়েছে। নববধূ আলতারাঙা পায়ে তার উপর হেঁটে বাড়িতে শুভাগমন করল। শাশুড়িকে দেখেই বা চিনতে পেরেই বধূ ঝুঁকে তার পায়ে হাত ঠেকিয়ে সালাম (?) জানাল। শাশুড়ি উপর উপর বলল, 'আল্লাহকে সালাম কর মা। সুখী হও!' তারপর সিঁথিতে সিন্দুর ও মুখে চিনি দিয়ে, ধান-ঘাস এদিক ওদিক ছড়িয়ে, বধূর গায়ে সস্নেহে হাত রেখে বাড়িতে তুলল। এ শুভক্ষণে মুখে চিনি দিলে নাকি বধূ সংসারে চিনির মত মধুর হয়ে থাকে; যেমন সবজির বীজ রোপনের সময় মুখে গুড় রেখে রোপন করলে সবজি বা ফল নাকি মিষ্টি হয়! (নাউযুলিল্লাহ)
কোন কোন এলাকায় বাড়ি প্রবেশের আগে কনে নিজ বরের পা ধুইয়ে দেয়। তার পা স্পর্শ করে প্রণাম করে। অতঃপর বর তাকে কোলে তুলে নিয়ে বাড়ি প্রবেশ করে।

হয়তো অনেকের বিশ্বাস হবে না যে, মুসলিম পরিবেশেও এমন হয়ে থাকে। কারণ এগুলো নিছক বিজাতীয় আচার।

অতঃপর শরবত-পানির ধুমধাম। কিন্তু প্রথম দিন শ্বশুরবাড়িতে খেতে নেই (?) কোন আত্মীয়র বাড়িতে খেতে হয়! তাই খাবার সময় খাদ্যের সাথে লোহা বা কাঁচা লঙ্কা রেখে (?) অন্য বাড়ি হতে নিয়ে আসা হয়?
কোন কোন এলাকায় স্বামী-স্ত্রীকে এক পাত্রে আত্মীয়-স্বজন সকলের সামনে ক্ষীর-মালিদা খাওয়ানোর অনুষ্ঠানও পালিত হয়!
এর পূর্বে বা পরে শুরু হয় 'বধূদর্শন' বা 'মুখ দেখা'র ধুম। উপহার-সামগ্রীসহ ছেলে-মেয়ে, বন্ধু-বান্ধব সকলেই এক এক করে বউ দেখে, দুআ দেয়। বন্ধুরা করে কত রকম রসালাপ, ঠাট্টা ও নোংরা প্রশ্নোত্তর। দেবর এলে ভাবির সাথে
রসালাপ করতে সুযোগ দিয়ে বড় ভাই (বর) সরে যায়! হায়রে পুরুষ তোমার নৈতিকতা, ঈর্ষা ও পৌরুষ কোথায়?

বিবাহের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিও ক্যামেরা দ্বারা অথবা ফটোগ্রাফি দ্বারা স্মারক ছবি তুলে রাখায় দুই পাপ: ছবি তোলার পাপ এবং বিভিন্ন মহিলাদেরকে দেখা ও দেখানোর পাপ।

ইসলামী প্রথায় এই (বাসরের) দিন বা রাত্রে বিবাহের প্রচার বিধেয়। 'দুফ' (আটা-চালা চালুনের মত দেখতে তোপের আওয়াজবিশিষ্ট এক প্রকার ঢোলক বাজিয়ে ছোট ছোট বালিকা মেয়েরা শ্লীলতাপূর্ণ গীত গাইবে। কিন্তু অন্য বাদ্যযন্ত্র দ্বারা অথবা অশ্লীল, প্রেম-কাহিনীমূলক, অসার,

অর্থহীন গীত বা গান গাওয়া ও শোনা হারাম। এই দিনে ইসলামী গজল গেয়ে আনন্দ করাই বিধিসম্মত: তবে তাতেও যেন শিরক ও বিদআতের গন্ধ না থাকে। এই মুশিতে রেকর্ডের গান, মাইকের গান, সিডি বা ভিডিওতে অশ্লীল ছবি প্রদর্শন প্রভৃতি ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।২৭৮

আতশ বা পটকাবাজিও বৈধ নয়। কারণ, আগুন নিয়ে খেলা অবৈধ, এতে বিপদের আশঙ্কা অনেক, তাছাড়া এতে অপব্যয় হয় অথচ উপকার কিছু হয় না। উল্টে লোককে ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিরক্ত করে তোলে। **সুতরাং মুসলিম হুঁশিয়ার!**

উল্লাসে নাচলে কোন বালিকা বা মহিলা নাচতে পারে; তবে তা যেন কেবল মহিলার দৃষ্টিতে বিনা ঘুঙুরে পুরুষ-চক্ষুর অন্তরালে হয় এবং অশ্লীল নাচ না হয়। অবশ্য একাজ সেই মেয়েরাই পারে যাদের আত্মমর্যাদা, গাম্ভীর্য ও শালীনতার অভাব আছে। উলুউলু দেওয়াও (আমাদের দেশে) বিজাতীয় আচরণ। মুসলিমদের জন্য সে হর্ষধ্বনি বৈধ নয়।

তাই আমরা বিয়েতে আনন্দ আয়োজন করবো কিন্তু অবশ্যই তা যেন বিধর্মীদের সাদৃশ্য না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবো।

[২৭৮. আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ১৭৯-১৮০%.1

২৭৯, ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমাহ, সঞ্চয়নে আশরাফ আব্দুল মাকসুদ ২/৬৫১। ২৮০, ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমাহ, সঞ্চয়নে আশরাফ আব্দুল মাকসুদ ২/৬৫০।]

মধু-মিলনঃ

শুভ বাসর রজনী। জীবনের মধুরতম রাত্রি। রোমাঞ্চকর পুলকময়ী যামিনী নব দম্পতির, নব দুই প্রেমিক-প্রেমিকার প্রথম সাক্ষাৎ ও প্রথম মিলনের শুভসন্ধিক্ষণ।

এই বাসর-কক্ষটি হবে মনোরম, সৌরভময়, সুসজ্জিত ও আলোকমণ্ডিত। (অবশ্য এতে অপব্যয় করা উচিত নয়।) কক্ষের একপার্শ্বে থাকবে কিছু ফলমূল, দুধ অথবা মিষ্টান্ন ও পানি।

বর ওযু করে বাসরে নব সাথীর অপেক্ষা করবে। নববধূকে ওযু করিয়ে সুসজ্জিতা ও সুরভিতা করে ভাবিরা এবং অন্যান্য মহিলারাও এই দুআ বলবে,

«عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ

'আলাল খাইরি অলবারাকাহ, অআলা খাইরিন ত্বা-ইর।'

অর্থাৎ, মঙ্গল ও বরকতের উপর এবং সৌভাগ্যের সাথে (তোমার নবজীবনের সূচনা হোক)। অতঃপর তাকে বাসর ঘরে ছেড়ে আসবে। পূর্ব হতেই স্বামী বাসরে থাকলে স্ত্রী সশ্রদ্ধ সালাম করে কক্ষে প্রবেশ করবে। স্বামী সস্নেহে উত্তর দেবে এবং উঠে মুসাফাহা করে শয্যায় বসাবে।

কুশলাদি জিজ্ঞাসাবাদের পর স্বামী-স্ত্রী মিলে ২ রাকআত স্বালাত পড়বে। তবে স্ত্রী দাঁড়াবে স্বামীর পশ্চাতে। মুসলিম দম্পতির নবজীবনের শুভারম্ভ হবে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে। স্বামীর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর স্বালাত পড়াতে তার (বৈধ বিষয়ে) আনুগত্য করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। সুতরাং প্রথমত আল্লাহর ইবাদত ও দ্বিতীয়ত স্বামীর আনুগত্য ও খিদমত হল নারীর ধর্ম।

[২৮১. বুখারী, মুসলিম, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ১৭৪ পৃ.।]

অতঃপর স্বামী দুআ করবে,

اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في اللهم اجمع بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ بِخَيْرٍ

«وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلى خَيْرٍ

'আল্লা-হুম্মা বা-রিকলী ফী আহলী, অবা-রিক লাহুম ফিইয়্যা, আল্লা-হুম্মাজমা' বাইনানা মা জামা'তা বিখাইর, অফারিকু বাইনানা ইযা ফারাকৃতা ইলা খাইর। '

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে আমার পরিবারে বরকত ও প্রাচুর্য দান কর এবং ওদের জন্যও আমার মাঝে বরকত ও মঙ্গল দান কর। হে আল্লাহ! যতদিন আমাদেরকে একত্রিত রাখবে ততদিন মঙ্গলের উপর আমাদেরকে অবিছিন্ন রেখো এবং বিছিন্ন করলে মঙ্গলের জন্যই আমাদেরকে বিছিন্ন করো।

অতঃপর উঠে শয্যায় বসে স্বামী স্ত্রীর ললাটে হাত রেখে 'বিসমিল্লাহ' বলে এই দুআ পাঠ করবে;

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন খাইরিহা অখাইরি মা জাবালতাহা আলাইহি, অআউযু বিকা মিন শারিহা অশারি মা জাবালতাহা আলাইহ।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এর মঙ্গল এবং এর মধ্যে তোমার সৃষ্ট প্রকৃতির মঙ্গল প্রার্থনা করছি। আর তোমার নিকট এর অমঙ্গল এবং এর মাঝে তোমার সৃষ্ট প্রকৃতির অমঙ্গল হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

অতঃপর সপ্রেমে কোলে টেনে নিয়ে একটা চুম্বন দিয়ে স্বামী স্ত্রীকে বলবে, 'আমাকে পেয়ে খুশি হয়েছ তো প্রিয়ে?'

স্ত্রী লজ্জা ও ভয় কাটিয়ে বলবে, 'আলহামদু লিল্লাহ, খুব খুশি হয়েছি। আপনি খুশি তো?'

স্বামী বলবে, 'আলহামদু লিল্লাহ, শত খুশি।'

২৮২. ইবনে আবী শাইবাহ, আব্দুর রাযাযাক, মুসান্নাফ, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ৯৪-৯৬পৃ। ২৮৩. আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, মুস্তাদরাক হাকেম, বাইহাকী, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ৯২-৯৩পৃ.

তারপর দুধ, ফল বা মিষ্টি নিয়ে একে অপরকে খাইয়ে দেবে। এই ভাবে নববধূর মন থেকে ভয় ও লজ্জা ধীরে ধীরে দূরীভূত হবে। উদ্বেলিত যত প্রেমের তরঙ্গমালা।

প্রকাশ যে, একজনের পাত্রে হাত রেখে অপরজনের খাওয়া কুপ্রথা।

এই সময় শুধু যৌন চিন্তাই নয় বরং ভাবী জীবনের বহু পরিকল্পনার কথাও উভয়ে আলোচনা করবে। একে অপরকে বিশেষ উপদেশ ও পরামর্শ দেবে।

আবু দারদা তাঁর স্ত্রীকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'যখন আমাকে দেখবে যে, আমি রেগে গেছি, তখন তুমি আমার রাগ মিটাবার চেষ্টা করবে। আর তোমাকে রেগে যেতে দেখলে আমিও তোমার রাগ মিটাব।'২৮৪

আবুল আসওয়াদ তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'প্রিয়ে আমি ভুল করে ফেলছে। আমার কাছে বদলা নেবার চেষ্টা না করে আমাকে ক্ষমা করে দিও। আর আমি ক্রোধান্বিত হয়ে কথা বললে তুমি আমার মুখের উপর মুখ দিও না। এতে আমাদের ভালোবাসা চিরস্থায়ী ও মধুর হবে।'

এক স্ত্রী বলেছিল, 'প্রিয়! মেয়েদের মন ঠুনকো কাঁচের পাত্র। সামান্য (কথার) আঘাতে তাই ভেঙে যায়। তাই হয়তো স্বামীর উপরেও মুখ চালায়। তাই একটু মানিয়ে চলবেন।' স্বামী বলল, 'তা ঠিক, তাই কাঁচের টুকরা স্বামীর মর্যাদায় বিঁধে কষ্ট দেয়। তাছাড়া মেয়েদের মন কাঁচের হলেও মুখখানা কিন্তু পাকা ইস্পাতের। তাই সব ভেঙে গেলেও মুখ অক্ষত অবস্থায় সবেগে চলমান থাকে। অথচ মুখখানা কাঁচের ও মনখানা লোহার হলে আগুনে ঘি পড়ে না। দাম্পত্যও হয় মধুর।’

বলাবাহুল্য,এই রাত্রে বা অন্য কোন সময়েও পরস্পরের পূর্বেকার ইতিহাস জানতে না চাওয়াই উভয়ের জন্য উত্তম। নচেৎ মধুরাত্রি বিষরাত্রিতে পরিণত হবে।

উল্লেখ্য যে, বাসরে বর-কনের কথোপকথনে কানাচি পাতা হারাম। কানাচি পেতে গোপন কথা যে শোনে, কিয়ামতে তার কানে গলিত সীসা ঢালা হবে। ২৮৫

নব-দম্পতির প্রেমের জোয়ার প্লাবিত করুক তাদের জীবন ও যৌবনের উভয় কূলকে।

হৃদয়ের আদান-প্রদানের এই প্রথম সাক্ষাতে যৌন-মিলন করতে চেষ্টা না করাই স্বামীর উচিত। অবশ্য স্ত্রী রাজি ও প্রস্তুত থাকলে সে কথা ভিন্ন। স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর ইঙ্গিতে সাড়া দেওয়া। এমনকি গোসলের পানি না থাকলেও স্ত্রীর 'না করার অধিকার নেই।৭৮৬ যেহেতু স্বামী যখন তার স্ত্রীকে বিছানার দিকে ডাকে তখন স্ত্রী যেতে অস্বীকার করলে এবং স্বামী রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রি কাটালে প্রভাতকাল পর্যন্ত ফেরেশতাবর্গ স্ত্রীর উপর অভিশাপ করে থাকেন।২৮৭

স্ত্রী রান্নাশালে রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকলেও (অথবা সফরের জন্য সওয়ারীর পিঠে থাকলেও) স্বামীর ডাকে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব। ২৮৮

এই মিলনে রয়েছে সদকার সম-পরিমাণ সওয়াব।২৬৯ একটানা নফল ইবাদত ত্যাগ করেও স্ত্রী মিলন করা ইসলামের বিধান। ২৯০ এই জন্যই স্বামী উপস্থিত থাকলে তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রী নফল সিয়াম রাখতে পারে না। ২৯১

সুতরাং অন্যান্য ব্যস্ততা ত্যাগ করে সঙ্গমের মাধ্যমে উভয়ের মনে মহাশান্তি আনয়ন একান্ত কর্তব্য।

মিলনে কেবল স্বামীর নিজের যৌনতৃষ্ণা নিবারণই যেন উদ্দেশ্য না হয়। কেবল নিজের উত্তেজনা ও কামাগ্নি নির্বাপিত করতে এবং স্ত্রীর মানসিক, শারীরিক, প্রভৃতি অবস্থা খেয়াল না করে অথবা তাকে উত্তেজিত না করে অথবা তার বীর্যস্খলন বা পূর্ণতৃপ্তির কথা না ভেবে কেবল নিজের বীর্যপাত ও তৃপ্তিকেই প্রাধান্য দিয়ে মিলন মধু-মিলন নয়। উভয়ের পূর্ণ তৃপ্তিই হল প্রকৃত

[২৮৬. আহকামুন নিসা ৯৬পৃ.।

২৮৭. বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, আদাবুয যিফাফ, সহীহ আল-জা-মিউস সাগীর অযিয়াদাতুহ ৫৩২।

২৮৮. তিরমিযী ১১৬০, মিশকাত ৩২৫৭, সহীহ আল-জা-মিউস সাগীর অযিয়াদাতুহ ৫৩৪।

২৮৯. মুসলিম, নাসাঈ।

২৯০. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪৫।

২৯১. আবু দাউদ ২৪৫৯, মিশকাত ৩২৬৯।]

মধুর মিলন। সুতরাং সঙ্গমের পূর্বে বিভিন্ন শৃঙ্গার: আলিঙ্গন, চুম্বন, দংশন, মার্দন প্রভৃতির ভূমিকা জরুরি। নচেৎ স্ত্রী এই স্বাদ থেকে বঞ্চিত হলে তার নিকট প্রেমের কোন স্বাদই থাকবে না। পতি পেয়েও উপপতির চিন্তায় চিনপাত করবে। অতএব সচেতন যুবক যেন এতে ভুল না করে বসে। নচেৎ বিয়ের আসল উদ্দেশ্য (ব্যভিচার উৎখাত) বিফল হয়ে যাবে। ২৯২

প্রকাশ যে, শৃঙ্গারের সময় স্ত্রীর স্তনবৃন্ত দংশন ও চোষন কোন দোষের নয়।২৯৩

অবশ্য একে অন্যের লজ্জাস্থান লেহন ও চোষণ অবশ্যই ঘৃণিত আচরণ।

মিলনের জন্য কোন নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ বা সময় নেই। মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা এবং মনের চাহিদা থাকলে তা করা যায়। অবশ্য অধিক নেশায় স্বাস্থ্য হারানো উচিত নয়। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিনা স্পর্শ ও যৌন চিন্তায় যখন যৌনাঙ্গ স্ফীত হয়ে উঠে ঠিক সেই সময়েই করা উচিত। তবে মনে রাখার কথা যে, এক অপরের যৌনক্ষুধা মিটাতে অসমর্থ হলে এবং যৌনবাজারে একজন গরম ও অপরজন ঠাণ্ডা হলে সংসারে কলহ নেমে আসে।

যেমন সঙ্গমের নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতিও ইসলামে বর্ণিত হয় নি। এই সময় করলে সন্তান নির্বোধ হয়, ঐভাবে করলে সন্তান অন্ধ, বধির বা বিকলাঙ্গ হয় ইত্যাদি কথার স্বীকৃতি ইসলামে নেই। আল্লাহ পাক বলেন,

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

"তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। সুতরাং তোমরা তোমাদের শষ্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার। অতএব সমস্ত রকমের আসন বৈধ। সমস্ত বৈধ সময়ে সঙ্গম বৈধ। ২৯৪ অমাবস্যা-পূর্ণিমা প্রভৃতি কোন শুভাশুভ দিন বা রাত নয়। এতে সন্তানের কোনও ক্ষতি হয় না। ২৯০

স্ত্রীর মাসিক হলে সঙ্গম হারাম। কারণ, এই স্রাব অশুচি। পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর নিকট সঙ্গমের জন্য যাওয়া নিষিদ্ধ। ২৯৬

[২৯২. অকাফাত মাআল উসরাহ, সাবরী শাহীন ৫০-৫১৭।

২৯৩ ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৭৫৭।

২৯৪. সূরা বাক্বারাহ-২:২২৩।

২৯৫. বুখারী, মুসলিম, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ৯৯-১০০৩।

২৯৬ সূরা বাক্বারাহ-২:২২২।]

মাসিকাবস্থায় সঙ্গম করা এক প্রকার কুফরী । ২৯৭

এ ছাড়া এই অবস্থায় সঙ্গমে স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের পক্ষে স্বাস্থ্যগত বিশেষ ক্ষতিও রয়েছে অনেক। ২৯৯

অবশ্য মাসিকাবস্থায় সঙ্গম ছাড়া অন্যান্যভাবে যৌনাচার বৈধ (৩০০ যেমন, এ সময় বা অন্যান্য সময় স্ত্রীর উরুমৈথুন বৈধ। এতে বীর্যপাত হলেও দোষ নেই। ৩০১

তবে স্ত্রীর পায়ুপথে (মলদ্বারে) সঙ্গম হারাম। যে ব্যক্তি এমন কাজ করে সে অভিশপ্ত।৩০২ এমন ব্যক্তির দিকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকিয়েও দেখবেন না।৩০৩ এমন কাজও এক প্রকার কফরী। ৩০৪ সুতরাং এই সঙ্গমে স্ত্রীর সম্মত না হওয়া ফরয।

উল্লেখ্য যে, নেফাসের অবস্থাতেও সঙ্গম হারাম। গর্ভাবস্থায় যদি ভ্রূণের বোম প্রকার ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে তাহলে খুবই সতর্কতার সাথে বৈধ।৩০৫

নির্জন কক্ষে কোন পর্দার ভিতরেই মিলন করা লজ্জাশীলতার পরিচয়। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উভয়ের সর্বাঙ্গ নগ্নাবস্থায় দেখতে পারে।৩০৬ এতে স্বাস্থ্যগর কোন ক্ষতিও নেই। 'স্বামী-স্ত্রীর একে অন্যের লজ্জাস্থান দেখতে নেই, বা আয়েশা() কখনও স্বামীর গুপ্তাঙ্গ দেখেননি, উলঙ্গ হয়ে গাধার মত সহবাস করো না, বা উলঙ্গ হয়ে সহবাস করলে সন্তান অন্ধ হয়। সঙ্গমের সময় কথা বললে সন্তান তোৎলা বা বোবা হয়' ইত্যাদি বলে যে সব হাদীস বর্ণনা করা হয়, তার একটিও সহীহ ও শুদ্ধ নয়। ৩০৭

[২৯৭. আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, নাসাঈ, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী১২০-১২১।

২৯৮. আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ১২২পৃ।

২৯৯. তুহফাতুল আরূস, মাহমূদ মাহদী ইস্তাম্বুলী ১৩৯ পৃ.।

৩০০. মুসলিম, আবু দাউদ, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ১২১-১২২পৃ.।

৩০১. জামিউ আহকামিন নিসা, মুস্তাফা আল আদাবী ১/৯০।

৩০২. আবু দাউদ, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী।

৩০৩. নাসাঈ, তিরমিযী।

৩০৪. আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ১০১-১০৪৩।

৩০৫. ফাতাওয়াল মারআহ, ইবনে উসাইমীন, আব্দুল্লাহ বিন আল-জিবরীন ১০৩পৃ।

৩০৬. ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৭৬৬।
৩০৭. তুহফাতুল আরূস, মাহমূদ মাহদী ইস্তাম্বুলী ১১৮-১১৯পৃ।]

পক্ষান্তরে আল্লাহ বলেন,
هنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ)
"ওরা (স্ত্রীরা) তোমাদের লেবাস এবং তোমরা তাদের লেবাস।"৩০৬

ঘুমন্ত হলেও নিজ সন্তান বা অন্য কেউ কক্ষে থাকলে সঙ্গম করা উচিত নয়। তবে শিশু একান্ত অবোধ হলে ভিন্ন কথা।
প্রকাশ যে, মেয়েদের যৌন-মিলন না করার সাধারণ ধৈর্যসীমা চার মাস। তাই পর্যাপ্ত কারণ ছাড়া এবং উভয়ের সম্মত চুক্তি ব্যতীত এর অধিক সময় বিরহে কাটানো বৈধ নয়।০০৯
সঙ্গমের পূবে নিম্নের দুআ পাঠ কতব্য:
«بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ حَبِّنَا الشَّيْطَانَ وَجَنْبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

'বিসমিল্লা-হি, আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শাইত্বা-না অজান্নিবিশ শাইত্বা-না মা রাযাক্বতানা।'
অর্থাৎ, আমি আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি। হে আল্লাহ! আমাদের নিকট থেকে শয়তানকে দূরে রাখ এবং আমাদেরকে যে সন্তান দান করবে তার নিকট থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ। এই দুআ পাঠ করে সহবাস করলে উক্ত সহবাসের ফলে সৃষ্টি সন্তানের কোন ক্ষতি শয়তান করতে পারে না। ৩১০
প্রকাশ যে, শয়তানও মানুষের সন্তান-সন্ততিতে অংশগ্রহণ করে থাকে; যদি সঙ্গমের পূর্বে আল্লাহর নাম না নেওয়া হয় তাহলে। ৩১১
সঙ্গম বা বীর্যপাতের পর গোসল (মাথা শুদ্ধ সর্বশরীর ধোয়া) ফরয। তবে নগ্নাবস্থায় স্বামী-স্ত্রী আলিঙ্গনাদি করলে, বীর্যপাত না হলে এবং মযী (বীর্যের পূর্বে নির্গত আঠাল তরল পদার্থ) বের হলেও গোসল ফরয নয়। লজ্জাস্থান ধুয়ে ওযু যথেষ্ট।
[৩০৮. সূরা বাক্বারাহ-২:১৮৭।
৩০৯, ফাতাওয়াল মারআহ, ইবনে উসাইমীন, আব্দুল্লাহ বিন আল-জিবরীন ৭৭৩।
৩১০. বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ১৮পৃ.।
৩১১. সূরা বানী ইসরাঈল-১৭:৬৪, তাফসীর ইবনে কাসীর ৩/৫৪।]

লিঙ্গাগ্র যোনি-মুখে প্রবেশ করালে বীর্যপাত না হলেও উভয়ের উপর ফরয। অনুরূপ লিঙ্গাগ্র যোনিপথে প্রবেশ না করিয়েও যে কোন প্রাত্য বীর্যপাত করলে গোসল ফরয। ৩১২

স্ত্রীর উরু-মৈথুন করে বীর্যপাত করলে স্বামী গোসল করবে। স্ত্রী (বীর্যপার) হলে) গোসল করবে না। উরু ধুয়ে ওযু যথেষ্ট।৩০১০

একাধিক বার সঙ্গম অথবা গোসল ফরযের একাধিক কারণ হলেও সে একবার গোসলই যথেষ্ট। ৩১৪

স্বামী-সঙ্গম করার পর-পরই স্ত্রীর মাসিক শুরু হয়ে গেলে একেবারে মাসিক বন্ধ হওয়ার পর গোসল করতে পারে। ৩১৫ অর্থাৎ মাসিকাবস্থায় পূর্ব-সঙ্গমের জন্য গোসল জরুরি নয়।

প্রথমে স্বামী গোসল করে স্ত্রীর গোসল করার পূর্বে শীতে তার দেহের উত্তাপ নেওয়া কোন দোষের নয়। ৩১৬

একই রাত্রে বা দিনে একাধিকবার সহবাস করতে চাইলে দুই সহবাসের যায় ওযু করে নেওয়া উচিত। অবশ্য গোসল করলে আরও উত্তম।এ পুনর্মিলনে অধিকতর তৃপ্তি লাভ হয়। ৩১৭

নিদ্রার পূর্বে সঙ্গম করে ফজরের পূর্বে গোসল করতে চাইলে লজ্জাস্থান যা ওযু অথবা তায়াম্মুম করে শয়ন করা উত্তম।৩১৮

অবশ্য সর্বোত্তম হলো ঘুমাবার পূর্বেই গোসল করে নেওয়া। ৭১৯ বার দীর্ঘক্ষণ নাপাকে না থাকাই শ্রেয়। তবে গোসল না করে যেন কোন স্বলাত নষ্ট না হয়। যেহেতু যথাসময়ে স্বালাত আদায় করা ফরয।

[৩১২. মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ ২২/৮৯।

৩১৩. জামিউ আহকামিন নিসা, মুস্তাফা আল আদাবী ১/৯০পৃ.।

৩১৪. জামিউ আহকামিন নিসা, মুস্তাফা আল আদাবী ১/১২৫ পৃ.।

৩১৫. জামিউ আহকামিন নিসা, মুস্তাফা আল আদাবী ১/১২৪।

৩১৬ আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ১০৫ পৃ.।

৩১৭. মুসলিম, ইবনে আবী শাইবাহ, আবু দাউদ, নাসাঈ, আদাবুয যিফাফ, আয়া
আলবানী ১০৮ পৃ.।

৩১৮ আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ১১৩, ১১৭-১১৮ পৃ.

৩১৯. আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ১১৮]

নিকাহের ওয়ালিমা:

অলীমাহ বা বউভোজ করা ওয়াজিব। ৩০২ যদিও বা একটি মাত্র ছাগল যবেহ করা হয় (৩০৩ এই ভোজ অনুষ্ঠান তিন দিন পর্যন্ত করা চলে।৩০৪

এই ভোজের অধিক হকদার দ্বীনদার পরহেজগার মুসলিমরা। প্রিয় নবী বলেন,

لا تُصَاحِبُ إِلا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ

"মুমিন ছাড়া কারও সঙ্গী হয়ো না এবং পরহেজগার ব্যক্তি ছাড়া তোমার খাদ্য যেন অন্য কেউ না খেতে পায়। "৩০৫

অলীমার জন্য মাংস হওয়া জরুরি নয়। যে কোন খাদ্য দ্বারা এই মিলনোৎসব পালন করা যায়।৩০৬

গরীব মানুষদের অলীমা-ভোজে অর্থ বা খাদ্যাদি দিয়ে অংশ গ্রহণ করা ধনী মানুষদের জন্য মুস্তাহাব। ৩০৭

এই ভোজে বেছে বেছে ধনীদেরকে নিমন্ত্রণ করা এবং গরীব মানুষদের (যারা অপরকে খাওয়াতে পারে না তাদের)কে বাদ দেওয়া হলে এর খাদ্য নিকৃষ্টতম খাদ্যে পরিগণিত হয়।০০৮

অলীমার জন্য আমন্ত্রিত হলে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব। যে ব্যক্তি বিনা ওজরে এমন ভোজে উপস্থিত হয় না, সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য।০৯

৩৩২. আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ১৪৪পৃ.।
৩০৩. বুখারী, মুসলিম, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ১৪৯ পৃ.।
৩৩৪. আবু ইয়া'লা, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ১৪৬।
৩০৫. আবু দাউদ, তিরমিযী, মুস্তাদরাক হাকেম, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী১১৫ পৃ.।
৩০৬. আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ১৫১ পৃ
৩৩৭. বুখারী , মুসলিম, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ১৫০২ ।
৩০৮, মুসলিম, বাইহাকী, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ১৫৩৭।
৩৫৯, বুখারী, মুসলিম, বাইহাকী, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ১৫৪পৃ.।

এমনকি সিয়াম রেখে থাকলেও উপস্থিত হয়ে তাদের জন্য দুআ করতে হবে । ৩৪০ সিয়াম নফল হলে এবং নিমন্ত্রণকারী খেতে জোর করলে সিয়াম ভেঙ্গেও খেতে পারে।৩৪১ আর এই ভাঙ্গা সিয়াম কাযা করতে হবে না।

কিন্তু যে অলীমা অনুষ্ঠানে অশ্লীল বা অবৈধ কর্মকীর্তি (গান-বাজনা, ভিডিও, মদ প্রভৃতি) চলে সে অলীমায় উপস্থিত হয়ে যদি উপদেশের মাধ্যমে তা বন্ধ করতে পারে তবে ওই ভোজ খাওয়া বৈধ। নচেৎ না খেয়ে ফিরে যাওয়া ওয়াজিব। এ ব্যাপারে বহু হাদীস রয়েছে। তার দু-একটি নিম্নরূপ-

প্রিয় নবী (সা) বলেন,

«ومَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخر فلا يجلس عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন কখনোই সেই ভোজ মজলিসে না বসে যাতে মদ্য পরিবেশিত হয়। ৩৪০

একদা আলী (রা) নবী(সা) কে নিমন্ত্রণ করলে তিনি তাঁর গৃহে ছবি দেখে ফিরে গেলেন। আলী (রা) বললেন, 'কি কারণে ফিরে এলেন, হে আল্লাহর রসূল? আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক।' তিনি উত্তরে বললেন, "গৃহের এক পর্দায় (প্রাণীর) ছবি রয়েছে। আর ফেরেশতাবর্গ সে গৃহে প্রবেশ করেন না যে গৃহে ছবি থাকে। ৩৪৪

ইবনে মাসউদ (রা) কে এক ব্যক্তি দাওয়াত দিল। তিনি লোকটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঘরে মূর্তি (বা টাঙ্গানো ফটো) আছে নাকি?' লোকটি বলল, 'হ্যাঁ আছে।'

অতঃপর সেই মূর্তি (বা ফটো) নষ্ট না করা পর্যন্ত তিনি প্রবেশ করলেন না। দূর করা হলে তবেই প্রবেশ করলেন। ০৬০

ইমাম আওযাঈ বলেন, 'যে অলীমায় ঢোল-তবলা ও বাদ্যযন্ত্র থাকে সে অলীমায় আমরা হাজির হই না। ১০০৬

৩৪০. মুসলিম, নাসাঈ, বাইহাকী, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ১৫৫৭।
৩৪১. মুসলিম, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ১৫৫৭।
৩৪২. আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ১৫৯পৃ.।
৩৪৩. তিরমিযী, মুস্তাদরাক হাকেম, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ১৬০-১৬৪৭।
৩৪৪. ইবনু মাজাহ, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ১৬১৭।
৩৪৫. বাইহাকী, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ১৬৫ পৃ.।
৩৪৬, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ১৬৫-১৬৬পৃ।

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এ বিবাহের একটা ভোজ হওয়া উচিত।

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 'আবদুর রহমান ইবনু আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটে এমন অবস্থায় এলেন যে, তার গায়ে সুফরার (হলুদ রং) চিহ্ন ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে চিহ্ন সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। আবদুর রহমান ইবনু আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার উত্তরে বললেন, তিনি এক আনসারি নারীকে বিয়ে করেছেন। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কী পরিমাণ মোহর দিয়েছ? তিনি বললেন, আমি তাকে খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওয়ালিমার ব্যবস্থা করো একটি বকরি দিয়ে হলেও।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন দিন মদিনা এবং খায়বরের মধ্যবর্তী কোনো স্থানে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি সফিয়্যাহ বিনতু হুইয়াই রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে মিলিত হন। এরপর আমি মুসলিমদের ওয়ালিমার জন্য দাওয়াত করি, তাতে রুটি ও গোশত ছিল না। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চামড়ার দস্তরখান বিছাবার জন্য আদেশ করলেন এবং তাতে খেজুর, পনির এবং মাখন রাখা হলো। এটাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এব ওয়ালিমা। মুসলিমেরা একে অপরকে বলতে লাগল, সফিয়্যাহ কি বাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রী হিসাবে গণ্য হবেন, না ক্রীতদাসী হিসাবে। সকলে বলল, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তাকে পর্দার ভেতরে রাখেন, তাহলে তিনি উম্মাহাতুল মুমিনিনদের মধ্যে গণ্য হবেন। আর যদি পর্দায় না রাখেন, তাহলে ক্রীতদাসী হিসাবে গণ্য হবে। এরপর যখন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রওয়ানা হলেন, তাকে উটের পিঠে তাঁর পেছনে বসালেন এবং তার জন্য লোকদের থেকে পর্দার ব্যবস্থা করলেন।১৭৯

[১৭৭] মুসনাদে আহমাদ: ১২৬৮৫।
[১৭৮] সহিহ বুখারি: ৫১৫৩, সহিহ মুসলিম: ১৪২৭।
[১৭৯] সহীহ বুখারি:৫১৫৯।

বিবাহের উপকারিতা:

রাসূল (সা.) ও বিবাহের উপকারিতা বর্ণনায় যথার্থ বলেছেন, যা এখনও যুব সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করে। [রাসূল (সা.) বলেছেন], তোমাদের মধ্যে যে বিবাহে সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে নেয়। কেননা, বিবাহ (পর স্ত্রী দর্শন হতে) দৃষ্টিকে নিচু রাখে এবং যৌন জীবনকে সংযমী করে। পৃথিবীতে সুন্দর-সুশৃঙ্খল রাখতে হলে কুরআ'ন-সুন্নাহ মোতাবেক বৈধ বিবাহের বিকল্প পথ নেই। বিবাহ আনে সহবাসের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধির অভিজাত্য, মনে শান্তি, হৃদয়ে স্থিরতা, চরিত্রে পবিত্রতা, জীবনে পরম সুখ আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে পুত-পবিত্র স্ত্রীদের থেকে জৈবিক চাহিদার দৈহিক, শাররিক ও মানসিক

عن علي ، رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين ، احذروا البغي، فإنه ليس من عقوبة أحض من عقوبة البغي، وصلوا أرحامكم، فإنه ليس من ثواب أعجل من صلة الرحم، وإياكم وعقوق الوالدين، فإن ربح الجنة يؤخذ من مسيرة ألف عام، ولا يجد ريحها عاق، ولا قاطع رحم، ولا شيخ زان، ولا جار آذى جاره، وإنما الكبر بالله رب العالمين، والكذب كله إثم، إلا ما نفعت به مسلما او دفعت به عن دين الله، وإن في الجنة لسوقا لا يباع فيه ولا يشترى إلا الصور من الرجال والنساء، يتوافدون على مقدار كل يوم من أيام الدنيا، يمر هم أهل الجنة فمن اشتهى صورة دخلت فيه

১৯৭ ইমাম বুখারী সহীহুল বুখারী, খ. ৯ম, পৃ. ১০৬, সহীহ্ লি-মুসলিম, হাদীস নং-৩৪৬৪, পৃ. ১০১৮।

শান্তি লাভ এবং পাম্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লায় রাব্বুল আ'লামীন বলেন-

١ من أكلة أن تخلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة و

رحمة إِنَّ فِي ذَلك لاعتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পাস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে। স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমে পরস্পর ভালোবাসা ও জৈবিক চাহিদা মিটানোর মাধ্যমে দৈহিক, শাররিক ও মানসিক চূড়ান্ত শান্তি লাভ করে থাকে।

শরীয়তে আদেশ সূচক আহকাম সমূহের মধ্যে বিবাহও একটি হুকুম। সুতরাং এর বহুবিদ উপকারিতা রয়েছে। তবে এখানে বড়দের বর্ণিত ৫টি উপকার বর্ণনা করা হলো-

- ১। নিজের যৌনস্পৃহার সঠিক নিয়ন্ত্রন করা।
- ২। সাংসারিক জীবন সাজানো।
- ৩। সন্তানাদি জন্ম দেওয়া।
- ৪। সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আদায়ের মধ্য দিয়ে নিজেকে কর্মঠ করা।
- ৫। সর্বোপরী নবী (সা.) এর সুন্নত আদায় করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, এমন নারীকে বিবাহ কর, যার থেকে বেশী বাচ্চা জন্য হয়। কেননা, আমি কেয়ামতের দিন আমার উম্মতের আধিক্য নিয়ে গর্ব করব। সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী যারা সক্ষমতা রাখো, তারা বিবাহ করো। কেননা, বিবাহ চোখের পর্দা ও যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। আর যারা সক্ষমতা না রাখে, তারা যেন রোজা রাখে। কারণ, এটিই তার যৌন প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ রাখার হাতিয়ার। ২০০ এ সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, যে যুবক বিয়ে করে স্ত্রীর ভারণ-পোষণ করার সামর্থ রাখে তার জন্য বিয়ে করা জরুরী। কেনন, বিবাহই মানুষকে যৌন উচ্ছৃঙ্খলা ও

চরিত্রহীনতা থেকে রক্ষা করতে পারে। যৌন উচ্ছৃঙ্খলা ও চরিত্রহীনতা যে কোন সমাজের জন্য বড় মারাত্মক ব্যাধি। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ যুব সমাজই এ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে। যুবকরা যে কোন সমাজের প্রাণশক্তি ও ভবিষ্যত।

১৯৮ আল-কুরআনুল কারীম। সূরা আর-রূম, আয়াত নং- ২১।
১৯৯ শায়খ ওয়ালী উদ্দীন। মিশকাতুল মাসাবীহ, নিকাহ অধ্যায়, (বৈরূত: ১৩৯২/১৯৭৯)।
২০০ ইমাম বুখারী সহীহুল বুখারী, খ. ৯ম, পৃ. ১০৬। সহীহ্ লি-মুসলিম, পরিচ্ছেদ- ২৬
استخباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه হাদীস নং ৩৪৬৪, পৃ. ১০১৮।
সিয়াম অবস্থায় দিনে স্ত্রীচুম্বন ও শৃঙ্গারাচারে বীর্যপাত না হলে সিয়াম নষ্ট হয় না/৩২০ যদিও প্রেমকেলিতে মযী স্খলন হয় তবুও কোন ক্ষতি নেই।২০ স্ত্রীর হস্তমৈথুনে বা সকামে বীর্যপাত করলে সিয়াম নষ্ট হয়। ৩২৬ স্বামী-স্ত্রী কোন প্রকার ভুলে সিয়াম অবস্থায় সঙ্গমে লিপ্ত হয়ে পড়লে মনে পড়া মাত্র পৃথক হয়ে যাবে। এর জন্য কাযা কাফফারা নেই (৩২৩

ইচ্ছাকৃত সঙ্গম করলে তওবা, সিয়াম কাযা এবং কাফফারা ওয়াজিব। ১জন ক্রীতদাস স্বাধীন করবে, না পারলে (যথার্থ ওজর ছাড়া) নিরবিচ্ছিন্নভাবে দুই মাস একটানা সিয়াম পালন করবে, তা না পারলে ঘাটজন গরীবকে (মাথাপিছু ১কিলো ২৫০ গ্রাম করে) খাদ্য (চাল) দান করতে হবে।

অবশ্য স্ত্রী সম্মত না হলে জোরপূর্বক সহবাস করলে স্ত্রীর সিয়াম নষ্ট হয় না।৩২০
ই'তিকাফ অবস্থায় সঙ্গম বৈধ নয়। ০২৬
হজ্জ করতে গিয়ে ইহরাম অবস্থায় সঙ্গম করলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। হজ্জের সমস্ত কাজ পূর্ণ করতে হবে, মক্কায় অতিরিক্ত একটি উট ফিদয়াহ দিতে হবে এবং নফল হলেও ওই হজ্জ আগামীতে কাযা করতে হবে। ৩২৭
মিলনের গুপ্ত রহস্য বন্ধু-সখী বা আর কারও নিকট প্রকাশ করা হারাম। স্ত্রী-সঙ্গমের কথা যে অপরের নিকট খুলে বলে সে ব্যক্তি কিয়ামতে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট পর্যায়ের লোকেদের দলভুক্ত হবে। ০২৮
এমন ব্যক্তি তো সেই শয়তানের মত, যে কোন নারী-শয়তানকে রাস্তায় পেয়ে সঙ্গম করতে লাগে, আর লোকেরা তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। ৩২৯
কুরআনের আয়াত:
.فالصيحت قيتتٌ حَفِظَتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

'সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকংক্ষুর অন্তরালে হিফাজতকারিণী ওই বিষয়ের, যা আল্লাহ হিফাজত করেছেন।
হাদিস:

আসমা বিনতু ইয়াজিদ থেকে বর্ণিত, 'তিনি একবার নবির উপস্থিতিতে ছিলেন। এবং সেখানে পুরুষ ও মহিলা উভয়ই বসে ছিলেন। নবি তখন বললেন: 'সম্ভবত একজন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে যা করেছে তাই নিয়ে আলোচনা করতে পারে, অথবা সম্ভবত একজন মহিলা কাউকে জানাতে পারে যে, সে তার স্বামীর সাথে কী করেছে?' লোকজন চুপ হয়ে গেল। অতঃপর আমি বললাম: 'হ্যাঁ! হে আল্লাহর রাসুল, নারী ও পুরুষ উভয়েই তা করে।' তখন নবি বললেন: 'এটা কোরো না। এটা এমন একজন পুরুষ শয়তানের মতো, যে পথের মধ্যে একজন মহিলা শয়তানের সাথে দেখা করে, এবং তার সাথে সহবাস করে যখন লোকেরা তাকিয়ে থাকে?১১

[১১৫] সহিহ বুখারি: ১৪১।

[১১৬] সুরা আন-নিসা ৪:৩৪।

[১১৭] মুসনাদে আহমাদ: ১৩৫৭৫।

৩২০. ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ১/৫০৫।

৩২১. মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ ১৪/১০৪।

৩২২. ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ১/৫০৭।

৩২৩. মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ ১৪/১১৩।

৩২৪ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ফিকহুস সুন্নাহ, সাইয়েদ সাবেক ১/৪১৩-৪১৪।

৩২৫. ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ১/৫৪২।

৩২৬. সূরা বাক্বারাহ-২:১৮৭।

৩২৭. আল-ফাতাওয়া আল ইসলামিয়্যাহ, সৌদি উলামা সংঘ ২/২৩২।

৩২৮. ইবনে আবী শাইবাহ, মুসলিম, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ১৪২ পৃ.।

৩২৯. ইবনে আবী শাইবাহ, আবু দাউদ, বাইহাকী, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ১৪৩-১৪৪

১২২

উল্লেখ্য যে, বিবাহ-বন্ধনের পর্ব সারার পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর দেখা-সাক্ষাৎ ও মিলন বৈধ নয়। ৩৩০

প্রকাশ থাকে যে, বাসর রাত্রির শেষ প্রভাতে দুধ ইত্যাদি দিয়ে বাসর ঠায় করার আচার ইসলামী নয়।

বরের জন্য বাসর-সকালে উঠে বাড়িতে উপস্থিত আত্মীয়-স্বজনকে সালাম দেওয়া এবং তাদের জন্য দুআ করা মুস্তাহাব। আত্মীয়-স্বজনেরও মুস্তাহাব তার জন্য অনুরূপ সালাম-দুআ করা। আল্লাহর রসূল করেছেন।৩৩১

[৩৩০. মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ ২২/২০৬।

৩৩১.নাসাঈ,আদাবুয যিকাফ, আল্লামা আলবানী ১৩৮-১৩৯পৃ.।]

যৌন মিলনের আর্দশ সময়:

যৌন মিলনের আদর্শ সময় কখন, এই প্রশ্নের উত্তর ঘিরে বিজ্ঞানে নানা মুনির নানা মতো। বহু মানুষ মিলনের সময় হিসেবে রাতকেই বেছে নেন। একদল বিজ্ঞানীর মতো, গোটা বিষয়টিই যতটা না শারীরিক, তারচেয়ে অনেকটাই বেশি কাজ করে মানসিক স্বস্তি। আসলে বিছানায় শুতে যাওয়ার পর যে দীর্ঘ সময় একে অপরকে পাওয়া যায় কাছাকাছি, তা খানিকটা মানসিক স্বস্তি দেয় পুরুষ-নারী উভয়কেই। বিশ্রামের মেজাজে নিরুপদ্রব সময় হিসেবেই তারা বেছে নেন রাতটিকে। আধুনিক বিজ্ঞান কিন্তু অন্য কথা বলছে। বর্তমান গবেষকরা রাতের চেয়ে, সকালকেই রতিক্রিয়ায় সেরা সময় বলছেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এর জন্য ৫টি কারণকে বেছেছেন। তা হলো-

- ১. বিজ্ঞানীরা বলছেন, একটা চনমনে ভালো দিন শুরু করতে সকালে সেক্স ভীষণ ভাবে সাহায্য করে। ভোরে পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যেই টেস্টোস্টেরন হরমোনের ক্ষরণ বেশি মাত্রায় হয়। তাই ওই সময় মিলন হলে এন্ডোরফিনস হরমোনের ক্ষরণও বেড়ে যায়। যার ফলে সারা দিন মেজাজ ভালো থাকে। দিনের শুরুতেই মন ভালো হয়ে যায়।

- ২. আধুনিক ব্যস্ত জীবনে, রাতে অনেকেই ক্লান্ত থাকেন। ক্লান্ত শরীরে মিলনে অনীহা তৈরি হয়। সকালে ঘুম ভাঙার পর সেই ক্লান্তি থাকে না। ফলে ন্যাচারাল সেক্স হয়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ন্যাচারাল সেক্সের উপকারিতা হল, ত্বকে জেল্লা আসে, চুলের বৃদ্ধি ভালো হয়। সর্বোপরি অল্প বয়সে বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

- ৩. সুস্থ থাকার জন্যও সকালের সেক্সের জুড়ি নেই বলেই দাবি করছেন বিজ্ঞানীরা। চিকিৎসকরা বলছেন, ভোরে মিলন হলে শরীরে ইমিউনোগ্লোবিন-A-র মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেড়ে যায়। সুস্থ ও চনমনে থাকে শরীর।

- ৪. বর্তমান প্রযুক্তির যুগে দিনের একটা দীর্ঘ সময়ই স্মার্টফোন, সোশ্যাল মিডিয়া, ইন্টারনেটের মধ্যে কাটে। রাতে শোওয়ার পরেও নানা চিন্তা-ভাবনা মাথায় ঘোরে। অনেকটা সময় ঘুমের পর এই চিন্তাগুলি মাথা থেকে সরে যায়। ফলে যৌনমিলনে শরীর নির্ভেজাল ভাবে সাড়া দেয়।

- ৫. ভোরেই সবচেয়ে বেশি যৌন আকাঙ্খা বাড়ে পুরুষের। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলছেন, সকালে সবচেয়ে বেশি টেস্টোস্টেরন ক্ষরণ হয় পুরুষের। কারণ, শরীর ও মন উভয়ই রিল্যাক্সড থাকে। তবে 'সহবাসের' সময়ের ব্যাপারে ইসলাম ধর্ম নির্দিষ্ট কোন সময় নির্ধারণ করেনি। পবিত্র অবস্থায় যখন মনে চায়, তখনই 'সহবাস' করতে বাধা নাই।

'সহবাস' করার পরেই গোসল ফরজ বিধায় নামাজের সময়ের পূর্বেই গোসল করতে হবে।

স্ত্রী সহবাস করলে গোসল ফরজ:

স্ত্রী সহবাস কয়েকবার করলেও উভয়ের উপর গোসল করা একবার 'ফরয়া যায় যায়। অবশ্য একবার সহবাসের পর পুনরায় সহবাসের পূর্বে অজু করা সুন্নাত। সহবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে পুরুষাঙ্গের সর্বনিম্ন আগাটক (সুপারি পরিমাণ অংশ) প্রবেশ করলেই (বীর্যপাত না হলেও) 'গোসল ফরজ' হয়ে যাবে। গোসলের মাধ্যমে পবিত্র হয়ে সালাত, সাওম আদায় করবে। স্ত্রী সহবাস করসে উভয়ের উপর 'গোসল ফরজ' হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন না। مْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا(যদি তোমরা অপবিত্র থাকো, তা হলে বিশেষভাবে পরিত্র হবে)। "৩৩৭ অন্যাত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেন راحان عابرى معيل حتى تسلا)পথচারী অবস্থায় থাকা ব্যতীত গোসল না করা পর্যন্ত অপবিত্রাবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না)। "৩০৮ জানাবাত বা স্ত্রী সহবাস করার কারণে উল্লেখিত দু'টি আয়াত দ্বারা গোসল ফরজ করা হয়েছে।

'ফরজ গোসল'-এর ফরজসমূহ হলো

' ফরজ গোসল'-এর জন্য তিনটি ফরজ কাজ বা পদ্ধতি রয়েছে। তা হলো।

(এক) গড়গড়া কুলি করা, (দুই) নাকে পানি পৌছানো এবং (তিন) সমস্ত শরীর ভালোভাবে পানি ঢেলে পানি পৌঁছানো। তাতে শাবান বা শ্যাম্পু ব্যবহার করা যেতে পারে।
'ফরজ গোসল'-এর সুন্নাতসমূহ হলো
'ফরজ গোসল'-এর জন্য সাতটি 'সুন্নাত' কাজ বা পদ্ধতি রয়েছে। আমলগুলে হলো:
[৩৩৬ আল-কুরআনুল কারীম সূরা আন-নিসা, আয়াত নং-৭৬-৮০।

৩৩৭ আল-কুরআনুল কারীম সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত নং-০৬।

৩৩৮ আল-কুরআনুল কারীম: সূরা আন-নিসা, আয়াত নং-৪৩।]

v (এক) গোসল করার রিয়ত করা,
v (দুই) ফরজ কাজগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা,
v (তিন) প্রথমে অজু করা,
v (চার) দুই হাতের কবজি পর্যন্ত ধোয়া,
v (পাঁচ) শরীরে কোন নাপাকি থাকলে তা দূর করা,

v (ছয়) মেসওয়াক করা,
v (সাত) সারা শরীরে তিনবার পানি ঢালা।

'ফরজ গোসল'-এর মুস্তাহাবসমূহ হলো:

v (এক) উচু স্থানে বসে গোসল করা, যাতে পানি গড়িয়ে যায় ও গায়ে ব্যবহৃত পানির ছিটা না লাগে,
v (দুই) পানির অপচয় না করা,
v (তিন) বসে বসে গোসল করা,
v (চার) লোক সমাগমের স্থানে গোসল না করা,
v (পাঁচ) পাক জায়গায়
v (ছয়) ডান দিক থেকে গোসল শুরু করা

সময় বন্টন:

একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের কাছে অবস্থানের দিনসহ রাত্রি পালা বন্টন করা সুন্নাত। তবে ফকীহগণ ওয়াজিব বলেছেন।

৩৩৬ সহীহ্ লি-মুসলিম শরীফে এ মর্মে একটি পরিচ্ছেদ শিরোনাম হলো-
باب القسم تن 090314 17 الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها
সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم :تسع نسوة فَكَانَ إِذا قسم بَيْنَهُنَّ لا ينتهي إلى المرأة الأولى الا في تسع فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي بأبيها)ع(

স্বামীর উপর স্ত্রীর হকসমূহ:

স্বামীর উপর স্ত্রীর বহু অধিকার আছে, যা পালন করা স্বামীর পক্ষে ওয়াজিব। সেই সমস্ত অধিকার নিম্নরূপ-

v **১। আর্থিক অধিকার:**

(ক) স্বামী বিবাহ-বন্ধনের সময় বা পর্বে যে মোহর স্ত্রীকে প্রদান করবে বলে এঙ্গীকার করেছে তা পর্ণভাবে আদায় করা এবং তা হতে স্ত্রীকে বঞ্চিতা করার জন্য কোন প্রকার টালবাহানা না করা। মহান আল্লাহ বলেন,

(فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

"সুতরাং তাদেরকে তাদের ফরয মোহর অর্পণ কর।"৩৫৬

(খ) আর্থিক অবস্থানুযায়ী স্ত্রীর ভরণপোষণ করা। নিজে যা খাবে তাকে খাওয়াবে এবং যা পরিধান করবে ঠিক সেই সমমানের লেবাস তাকেও পরিধান করাবে। ৩০৭ অবশ্য নেকির নিয়তে এই ব্যয়িত অর্থ স্বামীর জন্য সদকার সমতুল্য হবে। ৩৫৮ অন্যান্য সকল ব্যয়ের চেয়ে স্ত্রীর পশ্চাতে ব্যয়ের নেকিই অধিক। ৩৫৯ এমনকি তাকে এক গ্লাস পানি পান করালেও তাতে নেকি লাভ হয় স্বামীর। ৩৬০

v **২। ব্যবহারিক অধিকার:**

(ক) স্ত্রীর সাথে সম্ভাবে বাস করা ওয়াজিব। দুই-একটি গুণ অপছন্দ হলেও

৩৫৬. সূরা নিসা-৪:২৪।
৩৫৭. আবূ দাউদ, তিরমিযী, আল মারআতুল মুসলিমাহ, ওয়াহবী সুলাইমান আল-আলবানী ১৪৭পৃ.।
৩০৮. বুখারী ৫৩৫১, মুসলিম ১০০২, মিশকাত ১৯৩০।
৩৫৯. মুসলিম ৯৯৫, মিশকাত ১৯৩১।
৩৬০, আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ২৭৩৬, ইরওয়াউল গালীল, আল্লামা আলবানী ৮৯৯।

সদাচার ও সদ্ব্যবহার বন্ধ করা মোটেই উচিত নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه

خيرا كثيرا

"আর তাদের সাথে সম্ভাবে জীবনযাপন কর। তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা যা ঘৃণা করছ, আল্লাহ তার মধ্যেই প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। "৩৬১

সুতরাং সম্ভাব ফুটিয়ে তুলতে স্বামী সর্বদা নিজের প্রেমকে স্ত্রীর মনের সিংহাসনে আসীন করে রাখবে। তাকে সুন্দর প্রেমময় নামে ডাকবে, সে যা চায় তাই তাকে সাধ্যমত প্রদান করবে। হৃদয়ের বিনিময়ে হৃদয় এবং শক্তি নয় বরং ভক্তি দ্বারাই সাথীর মন জয় করা কর্তব্য।

স্ত্রীর মন পেতে হলে আগে প্রেম দিতে হবে। 'একটি পাখিকে ধরতে হলে তাকে ভয় দেখানো চলে না। তাকে আদর করে, ভালোবাসা দিয়ে কাছে আনতে হয়। অতঃপর একদিন সে আপনিই পোষ মেনে নেয়। কারণ, স্নেহ ও ভালোবাসা বড়ই পবিত্র জিনিস।'

স্ত্রীর নিকট তার মাতৃলয়ের প্রশংসা করবে। সময় মত তাকে সেখানে নিয়ে যাবে বা যেতে-আসতে দেবে।

কোন কারণে স্ত্রী রেগে গেলে ধৈর্য ধরবে। মূর্খামি করলে সহ্য করে নেবে। যেহেতু পুরুষ অপেক্ষা নারীর আবেগ ও প্রতিক্রিয়া-প্রবণতা অধিক এবং পুরুষের চেয়ে নারীর ধৈর্য বহুলাংশে কম। সুতরাং দয়া করেই হোক অথবা ভালোবাসার খাতিরেই হোক তার ভুল ক্ষমা করবে। 'যত ভুল হবে ফুল ভালোবাসাতে।' তার ছোটখাট ত্রুটির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। অনিচ্ছাকৃত ভুলের উপর তাকে চোখ রাঙাবে না। অন্যায় করলে অবশ্য শাসন করার অধিকার তার আছে। তবে-

'শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে, ত্রুটির উপর প্রীতির সাথে সহন ধরে সে।'

তাছাড়া ভুল হওয়া মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব। ভুল-ক্রুটি দিয়ে সকলেরই জীবন গড়া।কিন্তু সেই ভুলকে প্রাধান্য দিয়ে বাকি জীবনে অশান্তি ডেকে আনার কোন যুক্তি নেই।

[৩৬১.সূরা নিসা-৪:২৯]

প্রিয় নবী (সা.) বলেন,

استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلام فون انت قيمة شركة وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء.

'তোমরা নারীদের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হও। কারণ, নারী জাতি বঙ্কিম পঞ্জরাদ্বি হতে সৃষ্ট। আর তার উপরের অংশ বেশী টেরা। (সুতরাং তাদের প্রকৃতিই বঙ্কিম ও টেরা।) অতএব তুমি সোজা করতে গেলে হয়তো তা ভেঙ্গেয় ফেলবে। আর নিজের অবস্থায় উপেক্ষা করলে বাঁকা থেকেই যাবে। অতএব ডাদের জন্য মঙ্গলকামী হও। ৩০২

সুতরাং স্ত্রীর নিকট থেকে যত বড় আদর্শের ব্যবহারই আশা করা যাক না কেন, তার মধ্যে কিছু না কিছু টেরামি থাকবেই। সম্পূর্ণভাবে স্বামীর মনে অঙ্কিত সরল পথে সে চলতে চাইবে না। সোজা করে চালাতে গেলে হাড় ভাঙ্গার মত ভেঙ্গে যাবে; অর্থাৎ মন ভেঙ্গে দাম্পত্য ভেঙে (তালাক হয়ে)

প্রিয় নবী (সা.) বলেন,

ولا يفرك مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إن كره مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَره

"কোন মু'মিন পুরুষ যেন কোন মু'মিন স্ত্রীকে ঘৃণা না বাসে। কারণ সে তার একটা গুণ অপছন্দ করলেও অপর আর একটা গুণে মুগ্ধ হবে।"

সুতরাং পূর্ণিমার সুদর্শন চন্দ্রিমারও কলঙ্ক আছে। সুদর্শন সৌরভময় গোলাপের সাথেও কণ্টক আছে। গুণবতীর মধ্যেও কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

কথিত আছে যে, একদা এক ব্যক্তি তার ঠোঁটকাটা স্ত্রীর অভিযোগ নিয়ে উমারের নিকট উপস্থিত হয়ে বাড়ির দরজায় তাঁকে ডাক দিয়ে অপেক্ষা

৫৬২. বুখারী ৩০৩১, মুসলিম ১৪৬৮, মিশকাত ৩২০৮।
১৬৫ মুসলিম, মিশকাত ৩২৩৯।
০৬৪. বুসলিম ১৪৬৯, মিশকাত ৩২৪০।
১০২

করতেই শুনতে পেল উমারের স্ত্রীও তাঁর সাথে কথা কাটাকাটি করছেন এ তিনি নীরব থেকে যাচ্ছেন। লোকটি আর কোন কথা না বলে প্রস্থান করার করতে মনে মনে বলতে লাগল, 'আমীরুল মু'মিনীনের যদি এই অবস্থা যা অথচ তিনি খলীফা, কত কড়া মানুষ, তাহলে আমার আর কি হতে পারে। উমার দরজায় এসে লোকটিকে যেতে দেখে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার প্রয়োজন না বলেই তুমি চলে যাচ্ছ কেন?' লোকটি বলল, 'যার এসেছিলাম তার জবাব আমি পেয়ে গেছি হুজুর। আমার স্ত্রী আমার সাথে যায় জিভে কথা বলে। তারই অভিযোগ নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলাম। কিন্তু দেখছি আপনারও আমার মতই অবস্থা?' উমার বললেন, 'আমি সহ্য কাং নিই ভাই। কারণ, আমার উপর তার অনেক অধিকার আছে। সে আমার খাব পাক করে, রুটি তৈরি করে, কাপড় ধুয়ে দেয়, আমার সন্তানকে স্তনদুগ্ধ গর করিয়ে লালন-পালন করে, আমার হৃদয়ে শান্তি আনে, ইত্যাদি। তাই একা সহ্য করে নিই।' লোকটি বলল, 'আমীরুল মু'মিনীন। আমার স্ত্রীও তো অনুরূপ।' উমার বললেন, 'তবে সহ্য করে নাও গে ভাই। সে ছে সামান্যক্ষণই রাগান্বিতা থাকে।'

সুতরাং সুন্দর সৌরভময় গোলাপ তুলে তার সুঘ্রাণ নিতে হলে দু-একটা বাঁ হাতে-গায়ে ফুঁড়বে বৈ কি? কাঁটার জন্য কেউ কি প্রস্ফুটিত গোলাপকে মূল করে? নারী গোলাপের মত সুন্দর ও কোমল বলেই কাঁটার ন্যায় কথা যার নিজেকে রক্ষা করতে চায়। ৩৬৫

পক্ষান্তরে রাগের মাথায় একজন পুরুষকে ক্ষান্ত করতে হলে তার বিবেক বুদ্ধির খেই ধরে, একজন নারীকে ক্ষান্ত করতে হলে তার হৃদয় ও আবেগের খেই ধরে এবং সমাজকে ক্ষান্ত করতে হলে তার প্রকৃতিকে জাগ্রত করে সফল হওয়া যায়। তাছাড়া 'স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে কোন লাভও নেই। আঘাত করলেও কষ্ট, আর আঘাত পেলেও কষ্ট।'

স্ত্রী কোন ভাল কথা বললে উপেক্ষার কানে না শুনে খেয়ালের সাথে শোনা, কোন উত্তম রায়-পরামর্শ দিলে তা সাদরে গ্রহণ করাও সদ্ভাবে বাস করার শামিল।

যেমন, তার সাথে হাসি-তামাশা করা, সব সময় পৌরুষ মেজাজ না রেখে জেন কোন সময় তার সাথে বৈধ খেলা করা, শরীরচর্চা বা ব্যায়ামাদি করা ইতাদিও

[৩৬৫ হুকুকুল মারআতিল মুসলিমাহ, কওসর আল-মীনাবী ৫২ পৃ.।]

স্বামীর কর্তব্য। প্রিয় নবী) স্ত্রী আয়েশার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করে একবার হেরেছিলেন ও পরে আর একবারে তিনি জিতেছিলেন। ৩৮৬

গুরুনুরূপ স্ত্রীকে কোন বৈধ খেলা দেখতে সুযোগ দেওয়াও দূষণীয় নয়। ৩০৭ তবে এসব কিছু হবে একান্ত নির্জনে, পর্দা-সীমার ভিতরে।

স্ত্রী ভালো খাবার তৈরি করলে, সাজগোজ করলে বা কোন ভালো কাজ করলে তার প্রশংসা করবে স্বামী। এমনকি স্ত্রীর হৃদয়কে লুটে নেওয়ার জন্য ইসলাম মিথ্যা বলাকেও বৈধ করেছে। ৩৬৮ তবে যে মিথ্যা তার অধিকার হরণ করে ও তাকে ধোঁকা দেয়, সে মিথ্যা নয়।

সন্তাবে বাস করতে চাইলে স্বামী স্ত্রীর গৃহস্থালি কর্মেও সহায়তা করবে। এতে স্ত্রীর মন স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেমে আরও পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। প্রিয় নবী (১); যিনি দুজাহানের বাদশাহ তিনিও সংসারের কাজ করতেন। স্ত্রীদের সহায়তা করতেন, অতঃপর স্বালাতের সময় হলেই মসজিদের দিকে রওনা হতেন। তিনি অন্যান্য মানুষের মত একজন মানুষ ছিলেন; স্বহস্তে কাপড় পরিষ্কার করতেন, দুধ দোয়াতেন এবং নিজের খিদমত নিজেই করতেন। ৩৭০

স্বামী যেমন স্ত্রীকে সুন্দরী দেখতে পছন্দ করে তেমনি স্ত্রীও স্বামীকে সুন্দর ও সুসজ্জিত দেখতে ভালোবাসে। এটাই হল মানুষের প্রকৃতি। সুতরাং স্বামীরও উচিত স্ত্রীকে খোশ করার জন্য সাজগোজ করা। যাতে তারও নজর অন্য পুরুষের (স্বামীর কোন পরিচ্ছন্ন আত্মীয়ের) প্রতি আকৃষ্ট না হয়। ইবনে আব্বাস (৫) বলেন, 'আমি আমার স্ত্রীর জন্য সাজসজ্জা করি, যেমন সে আমার জন্য সাজসজ্জা করে।' আর আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন তাদের উপর আছে পুরুষদের-। "৩৭১

৩৬৬ আদাবুয যিফাফ, আল মারআতুল মুসলিমাহ, ওয়াহবী সুলাইমান আল-আলবানী ১৫০পৃ।
৩৬৭. বুখারী, নাসাঈ, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ২৭৫পৃ।
৩৬৮ বুখারী, মুসলিম, আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ৫৪৫।
৩৬৯. বুখারী, তিরমিযী, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ২৯০৭।
৩৭০. আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ৬৭০, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ২৯১৭।
৩৭১. সূরা বাক্বারাহ-২:২২৮।

বলাই বাহুল্য যে, এই অবহেলার ফলেই বহু আধুনিকা স্বামী ত্যাগ করে অথবা অন্যাসক্তা হয়ে পড়ে।

খলীফা উমার (রা.) এর নিকট একটি লোক উচ্চযুদ্ধ ও লেলাখেপা বেশে উপস্থিত হল। সঙ্গে ছিল তার স্ত্রী। স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তার নিকট থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রার্থনা করল। দূরদর্শী খলীফা সব কিছু বুঝতে পারলেন। তিনি তার স্বামীকে পরিচ্ছন্নতা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর সে তার চুল, নখ ইত্যাদি কেটে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ফিরে এলে তিনি তাকে তার স্ত্রীর নিকট যেতে আদেশ করলেন। স্ত্রী পরপুরুষ ভেবে তাকে দেখে সরে যাচ্ছিল। পরক্ষণে তাকে চিনতে পেরে তালাকের আবেদন প্রত্যাহার করে নিল!

এ ঘটনার পর খলীফা উমার (রা.) বললেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীর জন্য সাজসজ্জা কর। আল্লাহর কসম। তোমরা যেমন তোমাদের স্ত্রীগণের সাজসজ্জা পছন্দ কর; অনুরূপ তারাও তোমাদের সাজসজ্জা পছন্দ করে। ৩৭২

স্ত্রীর এঁটো খাওয়া অনেক স্বামীর নিকট অপছন্দনীয়। কিন্তু শরীয়তে তা স্বীকৃত। রসূল (স) পান-পাত্রের ঠিক সেই স্থানে মুখ রেখে পানি পান করতেন, যে স্থানে আয়েশা (রা.) মুখ লাগিয়ে পূর্বে পান করতেন। যে হাড় থেকে আয়েশা (রা.) গোশত ছাড়িয়ে খেতেন, সেই হাড় নিয়েই ঠিক সেই জায়গাতেই মুখ রেখে আল্লাহর নবী (সা.) গোশত ছাড়িয়ে খেতেন। ৩৭৩

তাছাড়া স্ত্রীর রসনা ও ওষ্ঠাধর চোষণের ইঙ্গিতও শরীয়তে বর্তমান। ৩৭৪

এমন প্রেমের প্রতিমার এঁটো এবং চুম্বন তারাই খেতে চায় না, যারা একান্ত প্রেমহীন নীরস পুরুষ অথবা যাদের স্ত্রী অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা থাকে তারা অথবা যাদের নিকট কেবল লৈঙ্গিক যৌনসম্ভোগই মূল তৃপ্তি।

স্ত্রীকে বিভিন্ন উপলক্ষে (যেমন ঈদ, কুরবানী প্রভৃতিতে) ছোটোখাটো উপহার দেওয়াও সদ্ভাবে বাস করার পর্যায়ভুক্ত। এতেও স্ত্রীর হৃদয় চিরবন্দী হয় স্বামীর হৃদয় জেলে।

৩৭২. তুহফাতুল আরূস, মাহমূদ মাহদী ইস্তাম্বুলী ১০৩-১০৪পৃ.।
৩৭৩. মুসলিম, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ২৭৭পৃ।
৩৭৪. বুখারী ৫০৮০, আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ৬২৩।
ঘাট কথা স্ত্রীর সাথে বাস তো প্রেমিকার সাথে বাস। সর্বতোভাবে তাকে খোশ রাখা মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব। প্রেমিককে কষ্ট দেওয়া কোন মুসলিম জোব্দ মানুষের, বরং কোন পশুরও কাজ নয়।

প্রিয় নবী (সা.) বলেন,

خيركُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

"তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম। আর আমি নিজ স্ত্রীর নিকট তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি। ১৩৭৫

.اكمل الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ

"সবার চেয়ে পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি সে, যার চরিত্র সবার চেয়ে সুন্দর এবং ওদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি সেই, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।"

واستوصوا بالنساءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ

"সাবধান। তোমরা নারী (স্ত্রী)দের জন্য মঙ্গলকামী হও। যেহেতু তারা তো তোমাদের হাতে বন্দিনী। ৩৭৭

.التقوا الله في النساء فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بكلمة الله

"তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। যেহেতু তাদেরকে তোমরা আল্লাহর আমানত হিসাবে বরণ করেছ এবং আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান হালাল করে নিয়েছ। "৩৭৮

অবশ্যই স্ত্রীর যথার্থ মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করার নাম 'আঁচল ধরা' বা 'বউ পাগলামি' নয়।

(খ) স্বামীর উপর স্ত্রীর অন্যতম অধিকার এই যে, বিপদ আপদ থেকে স্বামী তাকে রক্ষা করবে। স্ত্রীকে রক্ষা করতে গিয়ে যদি স্বামী শত্রুর হাতে মারা

৩৭৫. ত্বাহাবী, মুস্তাদরাক হাকেম, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ২৬৯%।
৩৭৬ আদাবুয যিফাফ , আল্লামা আলবানী।
৩৭৭, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ২৭০৭।
৩৭৮. মুসলিম ১২১৮।

পরে, তবে সে শহীদের দরজা পায়। ৩৭৯

অনুরূপ স্ত্রীকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করাও তার এক বড় দায়িত্ব। তাকে দ্বীন আকীদা, পবিত্রতা, ইবাদত, হারাম, হালাল, অধিকার ও ব্যবহার প্রভৃতি শিক্ষা দিয়ে সৎকাজ করতে আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দিয়ে আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই দেবে। মহান আল্লাহ বলেন,

(يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজ পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও, যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর। ৩৮০

(গ) স্ত্রীর ধর্ম, দেহ, যৌবন ও মর্যাদায় ঈর্ষাবান হওয়া এবং এ সবে কোন প্রকার কলঙ্ক লাগতে না দেওয়া স্বামীর উপর তার এক অধিকার। সুতরাং স্ত্রী এক উত্তম সংরক্ষণীয় ও হেফাজতের জিনিস। লোকের মুখে-মুখে, পরপুরুষদের চোখে-চোখে ও যুবকদের মনে- মনে বিচরণ করতে না দেওয়া, যাকে দেখা দেওয়া তার স্ত্রীর পক্ষে হারাম তাকে সাধারণ অনুমতি দিয়ে বাড়ি আসতে-যেতে না দেওয়া সুপুরুষের কর্ম।

আর এর নাম রক্ষণশীলতা বা গোঁড়ামি নয়। বরং এটা হল সুপুরুষের রুচিশীলতা ও পবিত্রতা। নারী-স্বাধীনতার নামে যারা এই বল্লাহীনতা ও নগ্নতাকে 'প্রগতি' মনে করে আল্লাহ-ভক্তদের 'গোঁড়া' বলে থাকে, শরীয়ত তাদেরকেই 'ছেঁড়া' বলে আখ্যায়ন করে। আর 'ছেঁড়া' বা স্ত্রী-কন্যার ব্যাপারে ঈর্ষাহীন পুরুষ জান্নাতে যাবে না।৩৮১

নিজের ইচ্ছামত এ ঘর-ও ঘর, এপাড়া-ওপাড়া, এ মার্কেট সে মার্কেট যেতে স্বামী তার স্ত্রীকে বাধা দেবে। কোন প্রকার নোংরামি, অশ্লীলতা, গান-বাজনা, সিনেমা-থিয়েটারে নিজে যাবে না, স্ত্রীকেও যেতে দেবে না। নোংরা টেলিভিশন ও ভিডিও বাড়িতে রাখবে না। রেডিওতে গানবাজনা শুনতে দেবে না। পর্যাপ্ত কারণ বিনা এবং আপসের চুক্তি ও সম্মতি ছাড়া চার মাসের অধিক স্ত্রী ছেড়ে বাইরে থাকবে না। যেহেতু পুরুষের যৌনপ্রবৃত্তি যেমন, ঠিক তেমনি নারীরও। পুরুষের যেমন নারীদেহ সংসর্গলাভে পরমতৃপ্তি, অনুরূপ নারীও

পুরুষের সঙ্গ পেয়ে চরম তৃপ্তি উপভোগ করে থাকে। অতএব প্রেমে অনাবিলতা বজায় রাখতে নারীকে হেফাযত করা পুরুষের জন্য ফরজ এবং তা এক সুরুচিপূর্ণ কর্ম। পানি বা শরবতে সামান্য একটা পোকা বা মাছি পড়লে তা পান করতে কারও রুচি হয় না। আর নিজ স্ত্রীর সৌন্দর্য ও প্রেমে অপরের কাম বা কুদৃষ্টি মন্তব্যের মুখ ও কামনার মন পড়লে তাতে কি করে রুচি হয় সুপুরুষের। সুতরাং যে পুরুষের অনুরূপ সুরুচি নেই সে কাপুরুষ বৈ কি?

হিজরী ২৮৬ সনে 'রাই'এর কাজির নিকট এক মহিলা মুকাদ্দামা দায়ের করল। তার অভিভাবকের সাথে মিলে স্বামীর বিরুদ্ধে সে তার মোহরানা বাবদ ৫০০ দিরহাম আদায় না দেওয়ার অভিযোগ করল। কাজি সাক্ষী তলব করলে সাক্ষী উপস্থিত করা হল। কিন্তু সাক্ষীদাতারা মহিলাটিকে চেনার জন্য তার চেহারা দেখাতে অনুরোধ জানাল। এ খবর স্বামীর কানে গেলে কাজির সামনে বলল, 'আমি স্বীকার করছি যে, ৫০০ দিরহাম আমার স্ত্রীর পাওনা। আমি যথাসময়ে তাকে তা আদায় করে দেব। সাক্ষীর দরকার নেই। ও যেন চেহারা না খোলে।'

এ খবর স্ত্রীর নিকট গেলে সেও আল্লাহ অতঃপর কাজিকে সাক্ষী রেখে বলল, 'আমিও আমার স্বামীর নিকট থেকে প্রাপ্য উক্ত মোহরানার দাবি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি এবং দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য ওকে ক্ষমা করে দিচ্ছি।'

এ শুধু এ জন্য যে, পর্দার মান ও মূল্য আছে নারীর কাছে, আর স্বামীর আছে যথাযথ ঈর্ষা। তাই চেহারা খুলে বেআবরু করতে সকলেই নারাজ। এটাই তো সুরুচিপূর্ণ মুসলিম দম্পতির পরিচয়।

একটি সত্য কথা এই যে, মহিলা ঈর্ষাবান পুরুষকে অপছন্দ করে। কিন্তু যে তার ব্যাপারে ঈর্ষাবান নয় তাকে সে আরও বেশী অপছন্দ করে।

স্ত্রীকে খামাখা সন্দেহ করাও স্বামীর উচিত নয়। বৈধ কর্মে, চিকিৎসার জন্য বা অন্যান্য জরুরি কাজের জন্য পর্দার সাথে যেতে না দিয়ে তাকে অর্গলবদ্ধ করে রাখাই হল অতিরঞ্জন ও গোঁড়ামি। তাছাড়া এমন অবরোধ প্রথায় ইসলামের কোন সমর্থন নেই।

পক্ষান্তরে স্ত্রীকে সন্দেহ করলে দাম্পত্য জীবন তিক্ত হয়ে উঠে। কারণ দাম্পত্য সুখের জন্য জরুরি; স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের আমানতদারী, হিতৈষিতা, সত্যবাদিতা, অন্তরঙ্গতা, অনাবিল প্রেম, বিশ্বস্ততা, নম্রতা, সুস্মিত ব্যবহার ও বাক্যালাপ, একে অপরের গুণ স্বীকার। আর সন্দেহ এসব কিছুকে গ্রাসে করে ফেলে। কারণ সন্দেহ এমন জিনিস যার সূক্ষ্মতম শিকড় একবার মতে মাটিতে সঞ্চালিত হয়ে গেলে তাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না টেনে-ছিঁড়ে ফেলা হয় ততক্ষণ সে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করতে থাকে এবং সম্প্রীতি ও সুখের কথা ভাবতেই দেয় না।

এই সন্দেহের ফলশ্রুতিতেই বহু হতভাগা স্বামী তাদের স্ত্রীদেরকে ভাতের চাল পর্যন্ত তালাবদ্ধ রেখে রান্নার সময় মেপে রাঁধতে দেয়। বলাই বাহুল্য যে, কথায় কথায় এবং কাজে কাজে স্ত্রীকে সন্দেহ করলে সে স্বামীর সংসার নিশ্চয় এক প্রকার জাহান্নাম।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর এই বাণী প্রত্যেক স্বামীর মনে রাখা উচিত; তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)

“হে মুমিনগণ। নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের (পার্থিব ও পারলৌকিক বিষয়ের) শত্রু। অতএব তাদের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থেকো। অবশ্য (দ্বীনী বিষয়ে অন্যায় থেকে তওবা করলে ও পার্থিব বিষয়ক অন্যায়ে) তোমরা যদি ওদেরকে মার্জনা কর, ওদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং ওদেরকে ক্ষমা করে দাও তাহলে জেনে রাখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। "৩৮২

৩৭৯. তিরমিযী ১৪২১, আবু দাউদ ৪৭৭২, নাসাঈ ৪০৯৫, মিশকাত ৩৫২৯।
৩৮০. সূরা তাহরীম-৬৬:৬।
৩৮১. নাসাঈ, আল মারআতুল মুসলিমাহ, ওয়াহবী সুলাইমান আল-আলবানী ১৫৫পৃ.।
৩৮২.সূরা তাগাবুন-৬৪:১৪

স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকারসমূহ:

১। প্রথম অধিকার হল বৈধ কর্মে ও আদেশে স্বামীর আনুগত্য। স্বামী সংসারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি। সংসার ও দাম্পত্য বিষয়ে তার আনুগত্য স্ত্রীর জন্য জরুরি। যেমন কোন স্কুল-কলেজের প্রধান শিক্ষক, অফিসের ম্যানেজার বা ডিরেক্টর প্রভৃতির আনুগত্য অন্যান্য সকলকে করতে হয়।

স্ত্রী সাধারণত স্বামীর চেয়ে বয়সে ছোট হয়। মাতৃলয়ে পিতামাতার (বৈধ বিষয়ে) আদেশ যেমন মেনে চলতে ছেলে-মেয়ে বাধ্য তেমনি শ্বশুরালয়ে স্বামীর আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলাও স্ত্রীর প্রকৃতিগত আচরণ। তাছাড়া ধর্মেও রয়েছে স্বামীর জন্য অতিরিক্ত মর্যাদা। অতএব প্রেম, সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলতা বজায় রাখতে বড়কে নেতা মানতেই হয়। প্রত্যেক কোম্পানী ও উদ্যোগে পার্থিব এই নিয়মই অনুসরণীয়। অতএব স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে তা নারী-পরাধীনতা হবে কেন?

তবে অন্যায় ও অবৈধ বিষয়ে অবশ্যই স্বামীর আনুগত্য অবৈধ। কারণ যাদেরকে আল্লাহ কর্তৃত্ব দিয়েছেন তাদেরকে অবৈধ ও অন্যায় কর্তৃত্ব দেননি। কেউই তার কর্তৃত্ব ও পদকে অবৈধভাবে ব্যবহার করতে পারে না। তাছাড়া কর্তা হওয়ার অর্থ কেবল শাসন চালানোই নয়। বরং দায়িত্বশীলতার বোঝা সুষ্ঠুভাবে বহন করাও কর্তার মহান কর্তব্য।

যে নারী স্বামীর একান্ত অনুগতা ও পতিব্রতা সে নারীর বড় মর্যাদা রয়েছে ইসলামে।

প্রিয় নবী (স) বলেন,

إذا صلتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

"রমণী তার পাঁচ ওয়াক্তের স্বালাত পড়লে, রমযানের সিয়াম পালন করলে, ইজ্জতের হেফাযত করলে ও স্বামীর তাবেদারি করলে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছামত প্রবেশ করতে পারবে। ৩৮০

هير النساء التي تَسُرُّهُ إِذا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِها ولا مالها بما يكره

৩৮৩. সহীহ ইবনে হিব্বান, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী, মিশকাত ৩২৫৪

"শ্রেষ্ঠ রমণী সেই, যার প্রতি তার স্বামী দৃকপাত করলে সে তাকে খোশ করে দেয়, কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং তার জীবন ও সম্পদে স্বামীর অপছন্দনীয় বিরুদ্ধাচরণ করে না। ৩৬৪

স্ত্রীর নিকট স্বামীর মর্যাদা বিরাট। এই মর্যাদার কথা ইসলাম নিজে ঘোষণা করেছে। প্রিয় নবী (সা.) বলেন, "স্ত্রীর জন্য স্বামী তার জান্নাত অথব জাহান্নাম। ০৮৫

«لو كنتُ أمرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

"যদি আমি কাউকে কারও জন্য সিজদা করতে আদেশ করতাম, তাহলে নারীকে আদেশ করতাম সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে। "৩৮৬

ممن حقي الروح على زوجته إن سالَ دَمًا وَقَيحًا وصَدِيدًا فَلَحَسَتَهُ بِلِسَانِهَا ما أدت حقه

"স্ত্রীর কাছে স্বামীর এমন অধিকার আছে যে, স্ত্রী যদি স্বামীর দেহের যা চেঁটেও থাকে তবুও সে তার যথার্থ হক আদায় করতে পারবে না। ৩৮৭

«فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ تَعْلَمُ مَا حَقٌّ زَوْجِهَا لَمْ تَزَلْ قَائِمَةٌ مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ

"মহিলা যদি নিজ স্বামীর হক (যথার্থরূপে) জানত, তাহলে তার দুপুর অথবা রাতের খাবার খেয়ে শেষ না করা পর্যন্ত সে (তার পাশে) দাঁড়িয়ে থাকত। "৩৮৮

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تُؤَدِّى الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تُؤَدِّى حَقَّ زَوْجِهَا كله حَتَّى إِنْ لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ أَعْطَتْهُ أَوْ قَالَ لَمْ تَمْنَعْهُ

"তাঁর শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ আছে। নারী তার প্রতিপালকের হক ততক্ষণ পর্যন্ত আদায় করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার স্বামীর হক

৩৮৪. আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ১৮৩৮।

৩৮৫. ইবনে আবী শাইবাহ, নাসাঈ, মুস্তাদরাক হাকেম, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ২৮৫পৃ

৩৮৬. তিরমিযী ১১৫৯, ইবনু মাজাহ ১৮৫২, মিশকাত ৩২৫৫।

৩৮৭. মুস্তাদরাক হাকেম, সহীহ ইবনে হিব্বান, ইবনে আবী শাইবাহ, সহীহ আল-জা-মিউস সাগীর

অযিয়াদাতুহ ৩১৪৮।

৩৮৮. সহীহ আল-জা-মিউস সাগীর অযিয়াদাতুহ ৫২৫৯।

আদায় করেছে। সওয়ারীর পিঠে থাকলেও যদি স্বামী তার মিলন চায় তবে সে বাধা দিতে পারবে না। "১৮৯

واثنان لا تحاور صلاتهما رؤوسهما عند أبى من مواليه حتى يرجع إليهم وامرأة عصت زوجها حتى ترجع

"দুই ব্যক্তির স্বালাত তাদের মাথা অতিক্রম করে না (কবুল হয় না); সেই ক্রীতদাস যে তার মালিকের নিকট থেকে পলায়ন করেছে, সে তার নিকট ফিরে না আসা পর্যন্ত এবং যে স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্যাচরণ করেছে, সে তার বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত (স্বালাত কবুল হয় না)। ৩৬০

الثلاثة لا يقبل منهم صلاة ولا تصعد إلى السماء وَلَا تَجاوزُ رُءُوسُهُم رَجُلٌ أَمَّ قوما وهم له كارِهُونَ .ورحل صلى على حارة ولم يُؤمر وامرأة دَعاها روحها من الليل فأنت عليه

"তিন ব্যক্তির স্বালাত কবুল হয় না, আকাশের দিকে ওঠে না, মাথার উপরে যায় না: এমন ইমাম যার ইমামতি (অধিকাংশ) লোকে অপছন্দ করে, বিনা আদেশে যে কারও জানাযা পড়ায়, এবং রাত্রে সঙ্গমের উদ্দেশ্যে স্বামী ডাকলে যে স্ত্রী তাতে অসম্মত হয়। ৩৯১

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأنتَ أن تَجِيء لعنتها الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصبح

"স্বামী যখন তার স্ত্রীকে নিজ বিছানার দিকে (সঙ্গম করতে) আহ্বান করে তখন যদি স্ত্রী না আসে, অতঃপর সে তার উপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রি কাটায়, তবে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাবর্গ তার উপর অভিশাপ করতে থাকেন।" অন্য এক বর্ণনায় "যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতা তার উপর অভিশাপ করতে থাকেন। ৩৯২

স্বামীর আনুগত্য স্ত্রীর জন্য আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আনুগত্য। সুতরাং স্বামীকে সন্তুষ্ট করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। বলাই বাহুল্য যে, অধিকাংশ

৩৮৯ ইবনু মাজাহ, সহীহ ইবনে হিব্বান, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ২৮৪৩।
৩৯০ মুস্তাদরাক হাকেম, আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ২৮৮
৩৯১. আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ৬৫০।
৩৯২, বুখারী ৩২৩৭, মুসলিম ১৪৩৬, আবু দাউদ ২১৪১, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ২৮৩পৃ.।
তালাক ও দ্বিতীয় বিবাহের কারণ হল স্বামীর আহ্বানে স্ত্রীর যথাসময়ে সাড়া না দেওয়া। উক্ত অধিকার পালনেই স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন মজবুত ও মধুর হয়ে গড়ে উঠে, নচেৎ না।

v ২। স্বামীর মান-মর্যাদা ও চাহিদার খেয়াল রাখা স্ত্রীর জন্য জরুরি। স্বামী বাইরে থেকে এসে যেন অপ্রীতিকর কিছু দেখতে, শুনতে, শুঁকতে বা অনুভব করতে না পারে। পুরুষ বাইরে কর্মব্যস্ততায় জ্বলে-পুড়ে বাড়িতে এসে যদি স্ত্রীর স্মিতমুখ ও দেহ-সংসারের পারিপাট্য না পেল, তাহলে তার আর সুখ কোথায়? সংসারে তার মত দুর্ভাগা ব্যক্তি আর কেউ নেই, যাকে বাইরে মেহনতে জ্বলে এসে বাড়িতে স্ত্রীর তাপেও জ্বলতে হয়।

সে নারী কত আদর্শ পতিভক্ত, যে তার স্বামীকে মিলন দিয়ে খুশি ও সন্তুষ্ট করার জন্য কারও মৃত্যুতেও শোক প্রকাশ করে না। অতি ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে এমনটি করা অনুপম পতিভক্তির পরিচয়। পরন্তু এরূপ করার পশ্চাতে প্রভূত কল্যাণের আশা করা যায়। যেমন ঘটেছিল উম্মে সুলাইম রুমাইসা (বিবি রমিসা) ও তাঁর স্বামী আবূ তালহা () এর সাংসারিক জীবনে। তাঁদের একমাত্র সন্তান ব্যাধিগ্রস্ত ছিল। আবূ তালহা প্রায় সময় নবী (স) এর নিকট কাটাতেন। এক দিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁর নিকট গেলেন। এদিকে বাড়িতে তাঁর ছেলে মারা গেল। উম্মে সুলাইম সকলকে নিষেধ করলেন, যাতে আবু তালহার নিকট খবর না যায়। তিনি ছেলেটিকে ঘরের এক কোণে ঢেকে রেখে দিলেন। অতঃপর স্বামী আবূ তালহা রসূল (১) এর নিকট থেকে বাড়ি ফিরলে বললেন, 'আমার বেটা কেমন আছে?' রুমাইসা বললেন, 'যখন থেকে ও পীড়িত তখন থেকে যে কষ্ট পাচ্ছিল তার চেয়ে এখন খুব শান্ত। আর আশা করি সে আরাম লাভ করেছে।'

অতঃপর পতিপ্রাণা স্ত্রী স্বামী এবং তাঁর সাথে আসা আরও অন্যান্য মেহমানদের জন্য রাত্রের খাবার পেশ করলেন। সকলে খেয়ে উঠে গেল। আবু তালহা উঠে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। (স্ত্রীর কথায় ভাবলেন, ছেলে আরাম পেয়ে ঘুমাচ্ছে।) ওদিকে পতিব্রতা রুমাইসা সব কাজ সেরে উত্তমরূপে সাজ-সজ্জা করলেন, সুগন্ধি মাখলেন। অতঃপর স্বামীর বিছানায় এলেন। স্বামী স্ত্রীর নিকট থেকে সৌন্দর্য, সৌরভ এবং নির্জনতা পেলে উভয়ের মধ্যে যা ঘটে তা তাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে (মিলন) ঘটল। তারপর রাত্রির শেষ দিকে রুমাইসা স্বামীকে বললেন, 'হে আবূ তালহা।যদি
কেউ কাউকে কোন জিনিস ধার স্বরূপ ব্যবহার করতে দেয়, অতঃপর সেই জিনিসের মালিক যদি তা ফেরৎ নেয় তবে ব্যবহারকারীর কি বাধা দেওয়া বা কিছু বলার থাকতে পারে?' আবু তালহা বললেন, 'অবশ্যই না।' স্ত্রী বললেন, 'তাহলে শুনুন, আল্লাহ আযযা অজাল্ল আপনাকে যে ছেলে ধার দিয়েছিলেন ডা ফেরৎ নিয়েছেন। অতএব আপনি ধৈর্য ধরে নেকির আশা করুন।'

এ কথায় স্বামী রেগে উঠলেন; বললেন, 'এতক্ষণ পর্যন্ত কিছু না বলে চুপ থেকে, এত কিছু হওয়ার পর তুমি আমাকে আমার ছেলে মরার খবর দিচ্ছ?।' অতঃপর তিনি 'ইন্না লিল্লাহি-' পড়লেন ও আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর আল্লাহর রসূল (২) এর নিকট ঘটনা খুলে বললে তিনি তাঁকে বললেন, "তোমাদের উভয়ের ওই গত রাত্রে আল্লাহ বরকত দান করুন।" সুতরাং ওই রাত্রেই রুমাইসা তাঁর গর্ভে আবার একটি সন্তান ধারণ করেন। ১৯০

v ৩। স্বামীর দ্বীন ও ইজ্জতের খেয়াল করা ওয়াজিব। বেপর্দা, টো-টো কোম্পানি হয়ে, পাড়াকুঁদুলী হয়ে, দরজা, জানালা বা ছাদ হতে উঁকি ঝুঁকি মেরে, স্বামীর অবর্তমানে কোন বেগানার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে অথবা কোথাও গেয়ে-এসে নিজের তথা স্বামীর বদনাম করা এবং আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করা মোটেই বৈধ নয়। স্বামী-গৃহে হেফাযতের সাথে থেকে তার মন মতো চলা এক আমানত। এই আমানতের খেয়ানত স্বামীর অবর্তমানে করলে নিশ্চয়ই সে সাধ্বী নারী নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

(فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ الله

"সুতরাং সাধ্বী নারীরা অনুগতা এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেদের ইজ্জত রক্ষাকারিণী। আল্লাহর হেফাযতে তারা তা হেফাযত করে।"

স্বামীর নিকট স্বামীর ভয়ে বা তাকে প্রদর্শন করে পর্দাবিবি বা হেফাযতকারিণী সেজে তার অবর্তমানে গোপনে আল্লাহকে ভয় না করে কটুমবাড়ি, বিয়েবাড়ি প্রভৃতি গিয়ে অথবা শ্বশুরবাড়িতে পর্দানশিন সেজে এবং বাপের বাড়িতে বেপর্দা হয়ে নিজের মন ও খেয়ালখুশির তাবেদারি করে থাকলে সে নারী নিশ্চয় বড় ধোঁকাবাজ। প্রিয় নবী (স) বলেন,

৩৯৩. ত্বায়ালিনী ২০৫০, বাইহাকী ৪/৬৫-৬৬, সহীহ ইবনে হিব্বান ৭২৫, আদাবুয যিফাফ, আল্লামা আলবানী ৩/১০৫-১০৬, আহকামুল আনায়েয ২৪-২৬৭।

৩৯৪. সূরা নিসা-৪-০

ثلاثة لا تسأل عنهمْ رَجُلٌ فارق الجماعة وعصى إمامة ومات عاصيًا وأمةً أو عند أبق فمات وامْرَأَةٌ عَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ ولا تسألُ عَنْهُم

"তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কোন প্রশ্নই করো না; যে জামাআত ত্যাগ করে ইমামের অবাধ্য হয়ে মারা যায়, যে ক্রীতদাস বা দাসী মালিক থেকে পলায়ন করে মারা যায়, এবং সেই নারী যার স্বামী অনুপস্থিত থাকলে -তার সাংসারিক সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস বন্দোবস্ত করে দেওয়া সত্ত্বেও-তার অনুপস্থিতিতে বেপর্দায় বাইরে যায়।"৩৯৫

শ্রেষ্ঠা রমণী তো সেই যে কোন পরপুরুষকে নিজের মুখ দেখায় না এবং বেগানার মুখ নিজেও দেখে না। স্বামী বাড়িতে না থাকলে গান-বাজনা শুনে নয়; বরং কুরআন ও দ্বীনী বই-পুস্তক পড়ে নিজের মনকে ফ্রী করে। কারণ গান শুনে মন আরও খারাপ হয়। স্বামীকে কাছে পেতে ইচ্ছা হয়। যৌনক্ষুধা বেড়ে উঠে। তাইতো সালাফগণ বলেন, 'গান হল ব্যভিচারের মন্ত্র। ১৩৯৬ পক্ষান্তরে

(ألا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"আল্লাহর যিকরেই মুমিনদের চিত্ত প্রশান্ত হয়। ৩৯৭

v ৪। স্বামীর বৈয়াক্তিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিও বিশেষ খেয়াল রাখা স্ত্রীর কর্তব্য। সুতরাং তার ব্যক্তিগত কাজ-কারবার, পড়াশুনা প্রভৃতিতে ডিস্টার্ব করা বা বাধা দেওয়া হিতাকাঙ্ক্ষিনী স্ত্রীর অভ্যাস হতে পারে না। স্বামীর নিকট এমন বিষয়, বস্তু বা বিলাস-সামগ্রী স্ত্রী চাইবে না, যার ফলে সে বাধ্য হয়ে অবৈধ অর্থোপার্জনের পথ অবলম্বন করে ফেলে। হারাম উপার্জন ও অসৎ ব্যবসায় মোটেই তার সহায়তা করবে না। সাধ্বী স্ত্রী তো সেই, যে তার স্বামীকে ব্যবসায় বের হলে এই বলে সালফের স্ত্রীর মত অসিয়ত করে, "আল্লাহকে ভয় করবেন, হারাম উপার্জন থেকে দূরে থাকবেন। কারণ, আমরা না খেয়ে ক্ষুধায় ধৈর্য ধরতে পারব; কিন্তু জাহান্নামে ধৈর্য ধরতে পারব না।"৩৬৮

৩৯৫. আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ৫৪২।
৩৯৬. তামবীহাতুল মু'মিনাত, সালেহ আল ফাউযান ১৬২পৃ।
৩৯৭. সূরা রা'দ-১৩-২৮।

৩৯৮. আল মারআতুল মুসলিমাহ, ওয়াহবী সুলাইমান আল-আলবানী ১৬৯পৃ, সিফাতুল মু'মিনাতিস সা-দিক্বাহ ৫০-৫১পৃ।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাম্পত্য জীবন:

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মহীয়সী স্ত্রীগণের নামে এমন মহৎ আখলাকের পরিচয় দিতেন, যা শুনে আজকের সভ্যতার দাবীদারগণ রীতিমত অবাক হয়ে যাবে। তাদের এ অবাক হওয়াতে আমাদের কিছু যায় আসে না। বরং তাদের নির্বীদ্ধতার কারণে আমাদের হাসি পায়। তাঁর বাস্তব জীবন। ঘটনাবলীকে আমরা তাদের কোনরূপ খুঁত অন্বেষণের ভয়ে ভীত হয়ে গোপ রাখতে পারি না।

ইসলাম এমন কোন ধর্ম নয়, যার ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে গোপন রাখা কোন প্রয়োজন আছে। আমরা প্রকাশ্যে তা পেশ করে দিতে চাই। দুনিয়ার সময় মানুষ তো আর বোকা নয়। আল্লাহ যাদেরকে সুস্থ জ্ঞান ও চিন্তা-শক্তি দান করেছেন, তারা অবশ্যই এর যথাযথ মূল্যায়ন করবে।

আপন স্ত্রীগণের প্রতি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন আখলাক ছিলো যে, হযরত আয়েশা (রা) তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে সর্বাধিক বয় বয়সী হওয়ার কারণে তিনি তাঁর বয়সের স্বল্পতার প্রতি লক্ষ্য করে সর্বদা তাঁর মনোরঞ্জনে সচেষ্ট থাকতেন।

একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রা)-এ৫ সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলেন। হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন মন্ত্র বয়সী ও হালকা পাতলা গড়নের। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সী ও ভারী দেহবিশিষ্ট। তাই এ গোঁড় প্রতিযোগিতায় হযরত আয়েশা (রা) অগ্রগামী হয়ে গেলেন।

কিছুদিন পর পুনরায় তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে নেড প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেন। এবার তিনি আয়েশা (রা)-এর চেয়ে অগ্রগ হলেন। কেননা হযরত আয়েশা (রা)-এর দেহ ইতিমধ্যে ভারী হয়ে গিয়েছিলো। মহিলাদের শরীর সাধারণত তাড়াতাড়ি ভারী হয়ে যায়। তাই তিনি এবার জা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অগ্রগামী হতে পারলেন না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রগামী হয়ে গেলেন এবং বলাদ "تلك بتلك" "এটা প্রথমবারের বিনিময়।" অর্থাৎ, প্রথমবার তুমি অগ্রগামী হয়েছিলে। এবার আমি অগ্রগামী হলাম। সুবহানাল্লাহ। কী মহৎ তাঁর চরিত্র। নবীকল শিরোমণি হয়েও তিনি আয়েশা (রা)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেন। চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন যে. এটা কি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন অর্থহীন কাজ ছিলো?

বস্তুত হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে তাঁর এ দৌড় প্রতিযোগিতার রহস্য হলো পরবর্তী উম্মতকে শিক্ষা দান করা। অধিক বয়সী পুরুষ অল্প বয়সী মেয়ে বিয়ে করলে তার বয়সের দাবী ও আবেগ-উচ্ছ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। নিজের বয়স অনুপাতে তাকেও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ ও চিন্তাশীল বানানোর অপচেষ্টা করা নির্বুদ্ধিতা।

ছোট মেয়েদের মন খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ অধিক পছন্দ করে। তাই তাদেরকে এ সুযোগ দেয়া উচিত। স্বামীর আদব ও সম্মান রক্ষার্থে তারা খেলাধুলা ও আনন্দ-ফুর্তি করতে সংকোচ বোধ করলে তাদেরকে শুধু কথার মাধ্যমে নয় বরং আচরণের মাধ্যমে নিজের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি জানিয়ে দেয়া উচিত। বস্তুত এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন।

অনেক সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রা) কে হাবশী ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা দেখার সুযোগ দিতেন। তারা মসজিদে নববীর সন্নিকটে তীর দ্বারা খেলতো। এমনকি তিনি তাঁকে পুতুল ফেলার অনুমতি দিয়েছিলেন। অনেক সময় এমন হতো যে, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গৃহে তাশরীফ আনতে দেখে মহল্লার মেয়েরা খেলা ছেড়ে দৌড়ে পালাতো। তখন তিনি তাদেরকে ডেকে অভয় দিয়ে বলতেন, কোন ভয় নেই, তোমরা নিশ্চিন্তে খেলো।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবারিক জীবনের উল্লিখিত ঘটনাবলীতে উম্মতের জন্য এ শিক্ষা রয়েছে যে, স্ত্রী স্বামীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী হলে তার বয়সের দাবী অনুযায়ী তার সাথে আচরণ করবে। এটাই ইসলাম নির্দেশিত পারিবারিক শিষ্টাচার। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা ও কাজই উম্মতের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। তাঁর জীবনের এমন কোন কাজ নেই, যাতে উন্মতের জন্য শিক্ষা নেই।

আর তোমাদের প্রত্যেকেরই ফুলের প্রতি আকর্ষণ রয়েছে।"

দাম্পত্য জীবনে সুখ লাভের উপায়

স্ত্রীর প্রতি যত্নবান হওয়া এবং তাকে সুখে রাখার মাধ্যমে পার্থিব কল্যাণও সাধিত হয়। এর দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন সুখ ও শান্তিময় হয়। সুখে-দুঃখে একজন অপরজনের অংশীদার হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যদি একতা, অকৃত্রিমতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে, তাহলে এর চেয়ে বড় সুখ পৃথিবীতে আর কি হতে পারে?

সুখ তো এরই মধ্যে যে, স্বামী গোটা দিন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে ঘরে এসে কথা-বার্তা ও আচরণ দ্বারা মানসিক প্রশান্তি লাভ করবে। স্ত্রী তাকে মানসিক ও শারীরিক আরাম ও শান্তি দানে সচেষ্ট থাকবে।

দাম্পত্য জীবন যাদের সুখকর, তারা বস্তুত দুনিয়াতেই জান্নাত লাভ করে ফেললো। আল্লাহওয়ালাগণ স্ত্রীর সাথে হাস্যোজ্জ্বল ও প্রফুল্লচিত্ত থাকার রহস্য এখানেই যে, তাঁরা স্ত্রীকে সুখ-শান্তি দানে ও তার হক আদায়ে সদা যত্নবান থাকেন। ফলে তাঁদের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হয় সুখ-আনন্দ ও সুশৃংখলার সাথে।

আর যে পরিবারে সর্বদা ঝগড়া-বিবাদ ও দ্বন্দ্ব-কলহ লেগে থাকে, সেখানে সুখের চিহ্নও থাকে না। এটা কেমন জীবন যে, সারাদিন খাটুনি খেটে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে একটু স্বস্তি লাভ করার পরিবর্তে তিক্ততা ও মনোমালিন্য সৃষ্টিকারী কথা-বার্তা চলবে? বর্তমানে মানুষের স্বভাব ও তবীয়ত বিগড়ে গেছে। অনুভূতিহীনতা মানুষকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে মানুষ এ অবস্থায় থাকাকেই পছন্দ করে। তবে আল্লাহ যাদেকে সামান্যত্য অনভতি দান করেছেন, তারা অবশ্য এটাকে দুনিয়ার জাহান্নাম মনে করে।

উপসংহার

এমন দাম্পত্য জীবনের কি মূল্য আছে যে, দু'চার দিন হাসি-খুশীতে থাকচে এবং দশদিন ঝগড়া-বিবাদ ও দ্বন্দু-কলহ চলতে থাকবে দাম্পত্য জীবনে। যথার্থ স্বাদ তো তখনি আস্বাদন করা যাবে, যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একজন অপরজনের অধিকারের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখে।

স্ত্রীকে আরামে ও শান্তিতে রাখার মধ্যে কল্যাণ নিজেরই। এখানে কিছু মহিলা এমন আছে দাম্পত্য জীবনে যারা অত্যন্ত সুখী। যাদের বয়স অন্তত চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের কম নয়। অথচ তাদেরকে দেখলে মনে হয় যেন বিয়ের বয়স তাদের সবে মাত্র দু'চার বছর হয়েছে এবং তাদেরকে কেউ পঁচিশ বছরের অধিক বয়সী বলবে না।

অতএব, স্ত্রীকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও মানসিক প্রশান্তির সাথে রাখার মধ্যে একটি বড় ফায়দা এটাও যে, স্ত্রী সুস্থ-সবল থাকবে। দুর্বলতা ও রোগব্যাধি তাকে দ্রুর আক্রমণ করবে না। ফলে তার দ্বারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্বামী উপকার লাভ করতে পারবে। কিন্তু আফসোস। মানুষ নিজের শান্তি ও কল্যাণের কথা চিন্তা করেও স্ত্রীর প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রাখে না।